প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০১ ❖ ১১ - ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নতুন বছরের ভাবনা

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জার সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

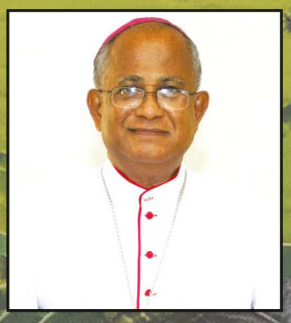

মণ্ডলীর একনিষ্ঠ সেবক প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

চির বিদায়ের চতুর্দশ বছর

দেখতে-দেখতে চৌদ্দটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছো পরম পিতার অনন্তধামে। তোমার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান। তোমার আদর মাখানো কণ্ঠস্বর, তোমার মুখের অকৃত্রিম হাসি, তোমার অসীম স্নেহ-ভালোবাসার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতিনিয়ত। স্বর্গধাম থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ জীবনে ধারণ করে সুখী হতে পারি এবং অন্যদেরও সুখী করতে পারি।

তোমার স্নেহধন্য
পরিবারবর্গ
কোড়ায়ার বাড়ি, পুরান তুইতাল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

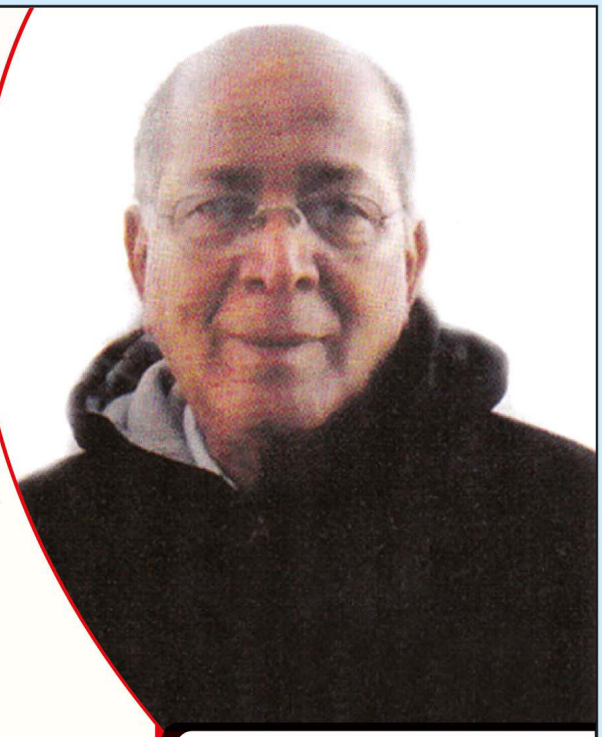

প্রয়াত ডানিয়েল কোড়ায়া
জন্ম: ২২ জানুয়ারি, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/০১/২০২৬

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে মঙ্গলালোক তবে তাই হোক .....

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ
জন্ম: ১ মার্চ, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সিস্টার মেরীয়ান তেরেজা গমেজ সিএসসি
জন্ম: ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

শ্রদ্ধেয়া মা ও দিদি,

মৃত্যু এমন একটি স্পর্শ কাতর বিষয় যা আমাদের শোকাভিভূত করে। পক্ষান্তরে সেই মৃত্যুই আবার স্বর্গের মঙ্গলালোকে নিয়ে যায়, দান করে অনন্ত সুখ-শান্তি। তোমরাও চলে গেছ, সেই আলোকে অবগাহন করছ, তা আমরা বিশ্বাস করি। তোমরা আমাদের আশীর্বাদ কর, যেন আমাদের সন্তানেরা তোমাদের আদর্শে বেড়ে উঠে।

নতুন বছর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ সবার জন্য বয়ে আনুক আনন্দ আর শান্তি। সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা।

তোমাদের স্নেহধন্য
ডা. লরেন্স গমেজ ও সুজান গমেজ
এবং
পরিবারবর্গ
পদ্রিকান্দা প্রামানিক বাড়ি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০১
১১ জানুয়ারি - ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২৭ পৌষ - ০৩ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সৎ ও শান্তিময় মানুষ হয়ে ওঠার প্রত্যয়ে শুরু হোক ২০২৬ এর যাত্রা

বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে যাত্রা করা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ বিদায় নিয়ে শুরু হয়েছে সম্ভাবনার ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়ার কথা ভেবে আমরা কৃতজ্ঞ ও বিনয়ী হতে পারি অবিরত। আর এই বিনয়বোধই একজন মানুষকে সৎ ও শান্তির মানুষ হতে সহায়তা করে। নববর্ষ সুযোগ আনে অতীতের ভুল, ব্যর্থতা ও অবহেলা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নব উদ্যমে এগিয়ে যাবার। একজন খ্রিস্টান হিসেবে এই সময়টি আমাদের জন্য আরও গভীর অর্থ বহন করে; কারণ আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি নতুন দিন ঈশ্বরের দান এবং প্রতিটি নতুন বছর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলার এক নতুন সুযোগ।

প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের দেখিয়েছেন আলোর পথ; যা হলো ভালোবাসা, ক্ষমা, ন্যায়বিচার ও শান্তির পথ। তিনি বলেছেন, "আমি জগতের আলো; যে আমার অনুসরণ করে সে অন্ধকারে চলবে না।" এই আলোই আমাদের পথচলার দিশা। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসর পর্যন্ত, এই আলোর পথে চলতে পারার মানসিকতা পারে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে।

আজকের পৃথিবী অশান্তি, হিংসা, বিভাজন ও অসততায় ক্ষতবিক্ষত। এমন বাস্তবতায় খ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের আহ্বান খ্রিস্টের প্রেম, ক্ষমা, নম্রতা ও সত্যের পথে চলার। কেননা তিনি বলেছেন, "ধন্য তারা, যারা শান্তি স্থাপন করে, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।" এই বাক্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়–শান্তি কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এটি সাহসী ও সৎ হৃদয়ের পরিচয়।

আজকের বাংলাদেশ নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সমাজে অস্থিরতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, সহিংসতা ও বিভাজনের মনোভাব আমাদেরকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে। মানুষের মধ্যে সহনশীলতা কমে যাচ্ছে, ভিন্নমতকে গ্রহণ করার মানসিকতা ক্ষীণ হচ্ছে। এই বাস্তবতায় নববর্ষ আমাদের নতুন করে শপথ নেওয়ার আহ্বান জানায়–আমরা কি শান্তির দূত হতে পারি না? আমরা কি ভালোবাসা ও সংলাপের মাধ্যমে অবিশ্বাসের দেয়াল ভাঙতে পারি না? খ্রিস্টীয় বিশ্বাস আমাদের শেখায়, শান্তি কেবল সংঘাতের অনুপস্থিতি নয়; কিন্তু তা ন্যায়ের উপস্থিতি। যেখানে দরিদ্র বঞ্চিত হয় না, দুর্বল নিরাপত্তা পায়, আর ভয় না করে সত্যকে উচ্চারণ করা যায়। তাই নববর্ষে আমাদের প্রার্থনা হোক, আমরা যেন ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে সাহস পাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব না থাকি, এবং প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজে খ্রিস্টের ভালোবাসার সাক্ষ্য দিতে পারি।

নববর্ষে আমরা যদি সত্যিই নতুন মানুষ হয়ে উঠতে চাই, তবে সৎ জীবনযাপনকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সততা কেবল কথা বা আচরণে সীমাবদ্ধ নয়; এটি আমাদের চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও সম্পর্কের গভীরে প্রোথিত হতে হবে। পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, সমাজে–সবখানেই আমরা যেন আলোর সাক্ষী হতে পারি। তাই ছোট ছোট সৎ কাজেই মগ্ন হই প্রথম। যা ধীরে ধীরে একদিন বড় পরিবর্তনের সূচনা করবে।

এই নতুন বছরে হৃদয়ে বিনয়, কাজে দায়িত্বশীলতা ও সততা নিয়ে পথ চলতে চাই। আমরা চাই এমন দেশ –যেখানে বিভেদ নয়, ঐক্যই শক্তি; যেখানে হিংসা নয়, সহমর্মিতা পথ দেখায়। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,রাষ্ট্র ও মণ্ডলী সবখানেই শান্তির বীজ বপন করার দায়িত্ব আমাদের সবার। শান্তিময় মানুষকে রাগ, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের সংস্কৃতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে ক্ষমা ও সহমর্মিতার চর্চা করতে হবে। মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতভেদ যেন আমাদের মানবিকতা ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ন না করে। শান্তি স্থাপন মানে অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয়; বরং ভালোবাসা ও সত্যের মাধ্যমে অন্ধকারকে জয় করা।

নববর্ষে আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে এই অনুগ্রহ যাচ্না করি যেন তিনি আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ করেন, বিবেককে জাগ্রত করেন এবং আমাদের এমন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন, যারা কথা ও কাজে খ্রিস্টের প্রতিচ্ছায়া হয়ে ওঠেন। এই নববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হোক–আমরা সৎ হব, শান্তিময় হব, এবং ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ জীবন যাপন করব। শুভ নববর্ষ।

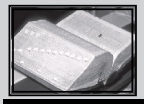

স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'ইনিই আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন। (মথি ৩:১৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

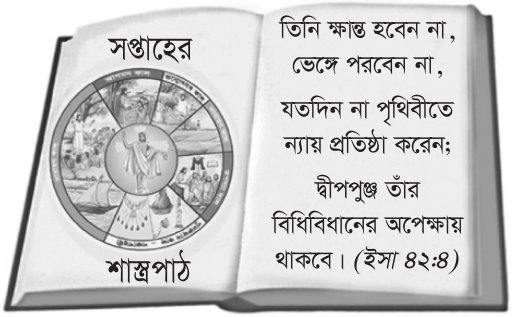

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১১ জানুয়ারি - ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১১ জানুয়ারি, রবিবার
প্রভু যীশুর দীক্ষাস্নান, পর্ব
ইসা ৪২: ১-৪, ৬-৭, সাম ২৯: ১-৪, ৯-১০, শিষ্য ১০: ৩৪-৩৮, মথি ৩: ১৩-১৭

১২ জানুয়ারি, সোমবার
সাধারণকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
১ সামু ১: ১-৮, সাম ১১৬: ১২-১৯, মার্ক ১: ১৪-২০

১৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
সাধু হিলারী, বিশপ ও আচার্য
১ সামু ১: ৯-২০, সাম ১ সামু ২: ১, ৪-৮, মার্ক ১: ২১-২৮

১৪ জানুয়ারি, বুধবার
সাধারণকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
১ম সামু ৩: ১-১০, ১৯-২০, সাম ৪০: ১,৪,৬-৯, মার্ক ১: ২৯-৩৯

১৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
১ম সামু ৪: ১-১১, সাম ৪৪: ৯-১০, ১৩-১৪, ২৩-২৪, মার্ক ১: ৪০-৪৫

১৬ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধারণকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
১ম সামু ৮: ৪-৭, ১০-২২ক, সাম ৮৯: ১৫-১৮, মার্ক ২: ১-১২

১৭ জানুয়ারি, শনিবার
সাধারণকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
১ম সামু ৯: ১-৪, ১৭-১৯--১০: ১, সাম ২১: ১-৬, মার্ক ২: ১৩-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১১ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৭৭ ফা. ফের্দিনান্দো সজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৮ ফা. লাওরেন্ট লেকাভালি, সিএসসি

১২ জানুয়ারি, সোমবার
+ ২০১০ সি. মেরী বন্দনা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১২ সি. এম. নীলিমা, এমসি

১৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৮২ সি. এম. অ্যালুইস স্মিথ, সিএসসি

১৪ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৫৯ ফা. ওমের ডেরুসে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫০ সি. এম. ক্যাথেরিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফা. রেমন্ড বোয়াভে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ ফা. অতুল মাইকেল পালমা, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২২ সি. এম. পল, এমসি

১৬ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৬৪ ফা. রিচার্ড নোভাক, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফা. যোসেফ কচুভেলিকাকাম (ঢাকা)

১৭ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৩৮ ব্রাদার ভিতাল, সিএসসি
+ ১৯৮১ সি. এম. ওবার্ট, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সি. মেরী পলিন, এসএমআরএ (ঢাকা)

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

॥ক॥ "তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি উপাসনা করবে, তাঁরই সেবা করবে"

২০৮৪ ঈশ্বর যে মানব ইতিহাসে তাঁর সর্বশক্তিমান, প্রেমপূর্ণ ও মুক্তিদায়ী কাজ স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন সেই মানুষকেই সম্বোধন করে বলেন: "আমি তোমাকে মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছি।" প্রথম শব্দটির মধ্যেই বিধানের প্রথম আজ্ঞাটি নিহিত: "তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে... তোমরা অন্য দেবতাদের অনুগামী হবে না।" ঈশ্বরের প্রথম আহ্বান এবং ন্যায্য দাবি হচ্ছে মানুষ যেন তাঁকে গ্রহণ ও আরাধনা করে।

২০৮৫ এক এবং সত্যময় ঈশ্বর প্রথমে মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের কাছে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেন। মানুষের আহ্বান ও সত্যের প্রকাশ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের আহ্বান হচ্ছে "ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে" সৃষ্ট প্রাণী হিসেবে উপযুক্ত কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রকাশ করা।

ত্রিফো, কখনো অন্য কোন ঈশ্বর থাকবে না এবং জগতের আরম্ভ থেকে অন্য কোন ঈশ্বর ছিল না... তাঁকে ছাড়া যিনি বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আমরা মনে করি না যে, আমাদের ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। তিনি সেই একই ঈশ্বর যিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদের 'তাঁর শক্তিমান হস্ত এবং বিস্তৃত বাহু দ্বারা' মিশর দেশ থেকে মুক্ত করেছিলেন। আমরা অন্য কোন দেবতার উপর ভরসা রাখি না, কেননা তেমন কোন দেবতা নেই। আমরা ভরসা করি সেই একই ঈশ্বরের উপর যাঁর উপর তোমরা ভরসা রাখ: আব্রাহাম, ইসাহাক ও যাকোবের ঈশ্বর।

২০৮৬ বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা প্রথম আজ্ঞার মধ্যেই নিহিত। আমরা যখন বলি "ঈশ্বর" তখন আমরা স্বীকার করি এক চিরন্তন অপরিবর্তনীয় সত্তা, যিনি সর্বদা একই থাকেন, যিনি বিশ্বস্ত, ন্যায়বান এবং যার মধ্যে কোন মন্দতা নেই। তাই আমরা অবশ্যই তাঁর বাণী গ্রহণ করতে এবং তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে ও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। তিনি সর্বশক্তিমান, দয়ালু এবং অতি মঙ্গলময়...। কে না তাঁর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারে? তাঁর মঙ্গলময়তা এবং আমাদের জন্য তাঁর অগাধ ভালবাসা ধ্যান করে কে তাঁকে ভাল না বেসে থাকতে পারে? তাই শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞাগুলোর আরম্ভে এবং শেষে এই সূত্র প্রয়োগ করেছেন: "আমিই প্রভু"।

বিশ্বাস

২০৮৭ আমাদের নৈতিক জীবনের উৎস হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস যিনি আমাদের কাছে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। সাধু পল "বিশ্বাসের বাধ্যতাকে" আমাদের প্রথম কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। "ঈশ্বরের বিষয়ে অজ্ঞতাকে" তিনি সমস্ত নৈতিক অবনতির কারণ এবং ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া।

২০৮৮ প্রথম আজ্ঞা আমাদের কাছে দাবি করে বিশ্বাসকে বিজ্ঞতা ও সতর্কতা দ্বারা পরিপুষ্ট ও রক্ষা করার, এবং এর বিরুদ্ধে সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করার। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে পাপ করা যায়, যেমন:

বিশ্বাসের বিষয়ে *ইচ্ছাকৃত সন্দেহ*, ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন এবং খ্রীষ্টমণ্ডলী বিশ্বাসের জন্য যা প্রস্তাব করে তা সত্য বলে মানতে অস্বীকৃতি জানায়। অনিচ্ছাকৃত সন্দেহ বলতে বুঝায় বিশ্বাসে ইতস্ততঃ ভাব, বিশ্বাসের ব্যাপারে অভিযোগসমূহ খণ্ডন করার ক্ষেত্রে সমস্যা, অথবা অস্পষ্টতাজনিত কারণে উদ্ভূত দুশ্চিন্তা। ইচ্ছাকৃতভাবে সন্দেহ পোষণ করলে আমরা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অন্ধ হয়ে যেতে পারি।

২০৮৯ *অন্ধবিশ্বাস* হচ্ছে প্রকাশিত সত্যকে অবজ্ঞা করা অথবা তাতে সম্মতি দিতে ইচ্ছাকৃত অস্বীকৃতি জানানো। *ভ্রান্তমতবাদ* হচ্ছে কোন সত্যকে গ্রহণ করেও দীক্ষাস্নানোত্তর অস্বীকৃতি, যা ঐশ্বরিক এবং কাথলিক বিশ্বাস দ্বারা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, অথবা তা হচ্ছে একইভাবে সেই বিষয়ে একগুঁয়ে সন্দেহ পোষণ করা। স্বধর্মত্যাগ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ত্যাগ বা অস্বীকার করা। *মাণ্ডলিক বিচ্ছেদ* হচ্ছে রোমীয় যাজক-প্রধান (পোপের) আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃতি অথবা তাঁর প্রতি অনুগত মণ্ডলীর সঙ্গে মিলনাবদ্ধ থাকতে অস্বীকার করা।

নতুন বছরের ভাবনা

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন

'বরণ করি তোমায়, হে ২৬
হৃদয় ও মনের ভালোবাসা দিয়ে,
গ্রহণ করিব তোমায় নতুন করে,
বছরের শেষে মন যেন বলে,
তুমি ছিলে আশীর্বাদ, ৩৬৫ দিন ধরে,
সে প্রার্থনা করি তোমার কাছে মনপ্রাণ দিয়ে'।

নতুন বছর, '২০২৬ খ্রিস্টাব্দের শুভেচ্ছা ও পুরাতন বছর '২০২৫ খ্রিস্টাব্দের' সকল প্রকার ব্যর্থতা ও মন্দতা, পাপ, অন্যায়, ভুল-ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা স্বাভাবিক মানুষের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। খ্রিস্টীয় নববর্ষ বা পহেলা জানুয়ারি বাঙালিদের জীবনে বাংলা নববর্ষের মতো ব্যাপক সাড়া বা প্রভাব সৃষ্টি না করলেও নববর্ষ পালনে তরুণ সমাজ বিশেষভাবে আগ্রহী,আন্তর্জাতিকভাবে এই দিবসটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "Well began half done", অর্থাৎ কোন কিছু বা কোন কাজের শুরুটা যদি ভালো হয়, তাহলে কাজটি খুব সহজে, সুন্দরভাবে ও দ্রুত শেষ করা যায়। দিনের শুরুতেই দিনটি নিয়ে একটি ভালো স্বপ্ন দেখতে পারলে দেখা যাবে দিনটি খুব সুন্দর ভাবে সমাপ্ত করা যায়। একইভাবে বছরের শুরুতে আগামী দিনগুলো সুখময় করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও সমবেতভাবে একটি অঙ্গিকার, স্বপ্ন ও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয়। এ পি জে আব্দুল কালাম বলেছেন, "স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা মানুষ ঘুমিয়ে দেখে; স্বপ্ন সেটাই যেটা পুরণের প্রত্যাশা, মানুষকে ঘুমাতে দেয় না"। তাই আমাদের স্বপ্ন নিয়ে নতুন বছরের যাত্রা শুরু করা দরকার।

আমাদের নতুন বছরের কিছু অঙ্গীকার নিয়ে ৩৬৫ দিনের একটি যাত্রা শুরু করতে পারলে আমরা সাফল্য অবশ্যই পাব।

০১। "ফাদার মরো বলেছেন, "একা গড়ে না কেউ, গড়ে অনেকে মিলে": একা চলা, একা সুখি হওয়ার চিন্তা, একা ধনী বা সম্পদশালী হওয়ার বাসনা, একা-একা, এ ধরনের চিন্তা চেতনা স্বার্থপরতার চিহ্ন বা লক্ষণ। সমাজে যারা একা পথ চলে, তারা বেশি সামনে যেতে পারে না ও ভালো কিছু করতে পারে না। তাই সমাজের অন্যদের সাথে নিয়ে কিছু করা, এগিয়ে যেতে পারলে, যেমন সাফল্য আসবে তেমনি নতুন বছরটি ভালো কাটবে।

০২। "সবাই নেতা": এই মনোভাব থেকে দূরে সরে আসতে হবে। সমাজে নেতার প্রয়োজন, তাই নেতা গড়ে তুলতে হবে যার মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী রয়েছে। সবাই নিজেকে নেতা মনে করে, অন্যদের সম্মান, মূল্য না দিলে কখনোই ভালো থাকতে পারবো না ও অন্যকেও ভালো থাকতে দিবনা। নেতাকে মনে রাখতে হবে যে, "নেতা হল সমাজের সেবক"। তার ক্ষমতা, দক্ষতা, ও তার সকল গুণাবলী ঐশরিক দান, যা ঈশ্বর দিয়েছেন।

০৩। "আসক্ত মুক্ত সমাজ চাই": এই প্রত্যয় নিয়ে বছরের যাত্রা শুরু করা একান্ত দরকার। বর্তমান সমাজের বিশেষ করে যুবসমাজে আসক্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে না পারলে আমরা ব্যর্থ ও ভবিষ্যত অন্ধকার। এই বিষয়টির প্রতি সকল শ্রেণির মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে বছর শুরু করা প্রয়োজন।

০৪। সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ও একসাথে কাজ করার মনোভাব নিয়ে বছর শুরু করা দরকার: আমরা প্রত্যেকেই এক একটি সমাজে বা মণ্ডলীতে বাস করি। তাই মণ্ডলীর সাথে এক হয়ে কাজ করা ও মণ্ডলীর প্রতি আমার নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

০৫। দায়িত্বশীল হওয়া: পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে আমাদের দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। আমাদের সকলের দায়িত্ব সমান নয়, তবে যতটুকু আছে তা সকলকে পালনের মনোভাব বছরের শুরুতে স্থির করতে পারলে বেশ ভালো হবে।

০৬। "আনন্দ নিয়ে বছরের যাত্রা শুরু করা": ডেল কার্নেগি বলেন যে, "মানুষ খুব কমই সফল হয় যদি না তারা যা করছে তাতে মজা পায়"। যে কাজে আমরা মজা পাই সে কাজ করতে আমাদের ক্লান্তি থাকেনা ও সেই কাজ করার আগ্রহ বেশি থাকে। শুধু বাহ্যিক ভাবেই আনন্দ নয়, আধ্যাত্মিক তৃপ্তি বা ভালোব কথা চিন্তা করা প্রয়াজন। তাই শুধু নিজের চিন্তা নয় বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও মানুষের কথা চিন্তা করে আনন্দিত মনে বছরের যাত্রা শুরু করা একান্ত প্রয়োজন।

০৭। সাধনা ও পরিশ্রম করা: মল্লিকা ত্রিপাঠী এর মতে,"সাফল্য কেবল তাদেরই আসে যারা চেষ্টা করার সাহস করে"। সাধনা ও পরিশ্রম ছাড়া জীবনে কখনোই কৃতকার্য হওয়া যায় না। টিম নটকের মতে, "কঠোর পরিশ্রম প্রতিভাকে হারায় যখন প্রতিভা কঠোর পরিশ্রম করে না"। তাই পরিশ্রম ছাড়া জীবনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে না। আমাদের সকলের প্রয়োজন যে, বছরের শুরুতেই সাধনা করা ও পরিশ্রম করার মন-মানসিকতা নিয়ে বছরের যাত্রা শুরু করতে হবে।

০৮। স্বপ্ন দেখা: প্রত্যাশাপূরণ যাতে হয় তার জন্য বছরের শুরুতেই সারা বছরের জন্য স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন। আমরা যেন বছরের শেষে গিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের প্রত্যাশা শতভাগ পূরণ হয়েছে।

০৯। অন্যদের চাওয়া ও পাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া: জিগ জিগলার এর মতে, "আপনি আপনার জীবনে যা চান তা পেতে পারেন যদি আপনি অন্য লোকদের যা চান তা পেতে যথেষ্ট সাহায্য করেন"। শুধু আমি বা আমার এ ধরনের চিন্তা ও মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। আমি যে ভাবে পেতে চাই, সেভাবে অন্যদেরও দিতে হবে। বছরের শুরু থেকেই এই ধরনের চিন্তা চেতনা নিয়ে বছর শুরু করতে হবে।

১০। নিজেকে কারো সাথে তুলনা করা যাবে না: বিল গেটসের মতে "এ পৃথিবীতে কারও সাথে আপনি নিজেকে তুলনা করবেন না, যদি করেন তাহলে নিজেকে অপমান

করছেন"।

১১। ধৈর্য গুণকে অনুসরণ করা: বিল গেটসের মতে "ধৈর্য সাফল্যের একটি মূল উপাদান"। ধৈর্য আনে সফলতা আর সফলতা আনে জীবনে স্বার্থকতা। আমাদের জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালো-মন্দ, ব্যথা-সফলতা প্রতিদিনের সাথী ও যে কোন মুহূর্তে এর অভিজ্ঞতা আমরা সকলে পেতে পারি। রেদোয়ান মাসুম এর মতে "জীবন চলার পথে বাধা আসতেই পারে তাই বলে থেমে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই, যেখানে বাধা আসবে সেখান থেকেই আবার শুরু করতে হবে"। তাই জীবনে যত বাধা, ঝড়, ঝঞ্জা আসুক না কেন আমাদের ধৈর্যের সাথে বছরের শুরুতেই জীবন পথ চলতে হবে। টিম নটকের মতে, "কঠোর পরিশ্রম প্রতিভাকে হারায় যখন প্রতিভা কঠোর পরিশ্রম করে না"।

১২। সৎ সঙ্গে থাকা ও সৎ ভাবে জীবনযাপন করা: কথায় বলে "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ"। অনেক সময় ভালো, চরিত্রবান মানুষও খারাপ হয় অন্যের বা অসৎ সঙ্গের কারণে। আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ যুবক-যুবতিরা খারাপ পথে যায় খারাপ বন্ধুদের কারণে। তাই বছরের শুরুতে ভালো মানুষের সাথে চলা, সৎ পথে অর্থ উপার্জন, সৎ ভাবে জীবন যাপন করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বছরের যাত্রা শুরু করা একান্ত প্রয়োজন।

১৩। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা: বর্তমান সমাজের বেশিরভাগ মানুষই ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা বা কোন কিছুকে সুপার শক্তি হিসেবে বিশ্বাস করে থাকেন। যে শক্তি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, রক্ষা ও লালন-পালন করে থাকেন, তার উপর আমাদের বিশ্বাস রাখা ও নির্ভর করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলতে চাই যে, বছরের শুরুতে ভালো চিন্তা নিয়ে যাত্রা শুরু করা আমাদের প্রয়োজন। আমরা জানিনা যে আগামী কাল বেঁচে থাকবো কী না। তাই প্রতিদিনই আমাদের কাছে নতুন বা শুরু করতে হয়। প্রতিদিনই আমাদের নতুন করে চিন্তা ও ভালো কিছু করার পরিকল্পনা বা অঙ্গিকার করা বুদ্ধিমান মানুষের কাজ। বছরের শুরুতেই যদি আমরা ঈশ্বরের নামে ও তাঁর উপর নির্ভর করে, ভলো কিছু করা ও ভালো হওয়া, আমি যা চাই, তা মানুষের জন্য কিছু করা, ভালো বা সৎ সঙ্গে চলা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দিয়ে যাত্রা শুরু করার মানসিকতা থাকতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, নতুন বছরে জরাজীর্ণতা ও সংকীর্ণতা জয় করে আমরা যেন সৎ পথে ও আলোর পথে চলে মানুষের মঙ্গল সাধনে এগিয়ে যাই। যিশু যেমন বলেন, "তাই আমি তোমাদের বলছিঃ কী খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে, বা কী পরে শরীরটা ঢেকে রাখবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না! খাবারের চেয়ে প্রাণটা কি বেশী মূল্যবান নয়! জামা কাপড়ের চেয়ে শরীরটা কি বেশী মূল্যবান নয়? আকাশের পাখীদের দিকেই একবার চেয়ে দেখ : কই, তারা তো বীজ বোনে না, ফসলও কাটে না, গোলাবাড়িতে ফসল জমিয়েও রাখে না: তবুও তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা তাদের তো খাইয়ে থাকেন! তোমাদের মূল্য কি তাদের চেয়ে বেশী নয়! বল, তোমাদের মধ্যে কেই বা দুঃশ্চিন্তা করে নিজের আয়ু এতটুকুও বাড়াতে পরে?" *(মথি ৬: ২৫-২৭ পদ)*। বর্তমানে অনেক মানুষ এমন কিছুর পিছনে সময়, শ্রম, অর্থ, ক্ষমতা ব্যয় করে ও পিছনে না-খেয়ে ছুটে মরে যা তাদের জীবনে শুধু ব্যর্থতা ও দুঃখ-কষ্ট এনে দেয়।

আসুন জাগতিকতার উপর নির্ভর না করে বরং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বছর শুরু করি ও নিজেকে ভালো ও সৎপথে চলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: হোক তব জয়গান, খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে, ঐশবাণী-ধ্যান, এবং পবিত্র বাইবেল।

- ইন্টারনেট

১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লেমেন্ট রোজারিও
জন্ম : ০২-১১-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪-০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর গোসাইপুর, সুইহারী দিনাজপুর

বাপ্পি ও বাপ্পি, দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৩টি বছর তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ সেই না ফেরার দেশে। আর তোমাকে ডাকতে পারবো না বাপ্পি বাপ্পি বলে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তুমি জীবিতকালে তোমার সৎকর্মগুণে রয়েছ প্রভুর সেই আনন্দ আশ্রমে স্বর্গধামে। আজ এই বড়দিন উৎসবে ও তোমার তেরোতম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাকে আমরা হৃদয়ভরে স্মরণ করি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা অপরের সেবায় মিলেমিশে এক হয়ে শান্তিতে ও তোমার আদর্শে চলতে পারি। পরম করুণাময় প্রভুর নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন সর্বদা তোমাকে তাঁর পাশে স্থান দেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : দ্বীপালী রোজারিও
ছেলে ও মেয়ে : চন্দন, প্রিন্স, ক্লিন্টন ও ঊর্মী রোজারিও
ছেলে বৌ : নিপা গমেজ, প্রিয়াংকা দাস ও জিল পালমা
ভাতিজা ও ভাতিজা বউ : নির্মল ও প্রমা রোজারিও
নাতি ও নাতনী : অপূর্ব, অর্পা, অর্ণ, স্কারলেট, স্কাইলার, অরোরা ও স্টুয়ার্ট রোজারিও
পিসি : প্রয়াত সিস্টার আসন্তা রোজারিও
ভাস্তি: সিস্টার সীমা রোজারিও
ও সকল আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/০৩/২৬

নতুন বছরে, নতুন আশা, নতুন ভাবনা

ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে শুরু হলো ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ। নতুন বছর আসা মানেই এক গুচ্ছ আশা। নিজেকে, একে-অপরকে ভাল রাখার বা ভাল থাকার প্রতিশ্রুতি। পুরনো না-পাওয়া, খারাপ সময়টা কাটিয়ে শুভ সময় আগমনের প্রার্থনা করেন বেশীরভাগ মানুষ। নতুন বছরের আগমন সবসময়ই একটি নতুন আশা এবং নতুন স্বপ্নের বার্তা নিয়ে আসে। প্রতিটি বছর আমাদের জীবনে নতুন সুযোগ, নতুন বন্ধুত্ব, এবং নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। নতুন বছর হচ্ছে একটি নতুন অধ্যায়, যেখানে আমরা পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। বিশ্ব যখন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের আগমন উদযাপন করছে, তখন বিশ্ব নেতা, ধর্মীয় নেতা ও খ্রিস্টভক্তরা নববর্ষকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়েছেন। তাই তাদের নতুন বছরের প্রত্যাশা ও উদ্দীপনা নিয়ে সাজানো হলো আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন, নতুন বছরে, নতুন আশা, নতুন ভাবনা।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্থানীয় সময় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জাতির উদ্দেশে নববর্ষ উপলক্ষে বলেন, "আমি আপনাদের সকলের সুখ এবং সুস্বাস্থ্য, বোধগম্যতা এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি। ভালোবাসা আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। আমাদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং স্মৃতি সকল প্রজন্মকে একত্রিত করুক, সর্বদা এবং সবকিছুতে এগিয়ে চলতে আমাদের সমর্থন করুক।"

বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার গ্রিগোরিভিচ লুকাশেঙ্কো নতুন বছর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার বলেন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ কেবল বেলারুশের জন্য নয়, বরং সমস্ত দেশ-জাতির জন্য শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হোক। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, "আমাদের বিদেশী আইন অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক ঝড় ও রাজনৈতিক চাপের মাধ্যমে আমাদের স্থায়িত্বকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে বেলারুশের এমন কিছু আইন আছে যা তারা কেড়ে নিতে পারবে না। একসাথে থাকা, একসাথে কাজ করা আমাদের অভ্যাস।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিন X-বার্তায় উল্লেখ করেছেন, "সকলকে জানাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের শুভেচ্ছা! নতুন বছরটি সবার জীবনে সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক, সবার প্রচেষ্টায় সাফল্য ও সমস্ত কাজের পরিপূর্ণতা আসুক। আমাদের সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করছি।"

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ X-বার্তায় নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "২০২৬ খ্রিস্টাব্দ একটি ফলপ্রসূ বছর হতে পারে।" তিনি দেশের জন্য ঐক্য, শক্তি, স্বাধীনতা এবং তার স্বদেশীদের একটি খুব সুন্দর সুখী বছর কামনা করেছেন।

জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ: জাতির উদ্দেশ্যে তার প্রথম নববর্ষের টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেন, এবারের ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ আমাদের "নতুন সূচনার বছর" হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে, যেখানে জার্মানি এবং ইউরোপ "দশকের শান্তি, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করবে।" জার্মান চ্যান্সেলর আরও বলেন যে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে একটি "যুগান্তকারী পরিবর্তন"। তিনি বলেন যে, আমাদের জার্মানির, নিজস্ব শক্তি দিয়ে চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠার দায়িত্ব রয়েছে।

ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট কায়ার স্টারমার: নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেছেন, "ব্রিটেনে কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি কঠিন ছিল তবে অনেকের জন্য জীবন এখনও যতটা হওয়া উচিত তার চেয়েও কঠিন।" ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট স্টারমার স্বাস্থ্যসেবাখাতে আরও বেশি লোককে ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি নতুন বছরের শুভেচ্ছা বার্তায় বলেছেন যে ইউক্রেন শান্তি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু দেশের অস্তিত্বের সাথে আপস করে এমন কোনও চুক্তি ইউক্রেন মেনে নেবে না। তিনি আরও বলেন, "আমরা ইউক্রেনের সমাপ্তি নয় বরং যুদ্ধের সমাপ্তি চাই।" প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আরও বলেন, ইউক্রেনীয়রা ক্লান্ত কিন্তু আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত নয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং নববর্ষের বার্তায় বলেছেন যে, সামরিক আইনের ব্যর্থতায় পিছিয়ে পড়া জাতিকে পুনরুদ্ধারের পর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ কোরিয়া "মহান অগ্রগতির" সূচনা করবে। লি আরও বলেন, "পিসমেকার" হিসেবে তিনি "উত্তর কোরিয়া-মার্কিন আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য সক্রিয়ভাবে সমর্থন করবেন। তিনি বলেন, এই বছর আন্তঃকোরিয়া সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন ও উপদ্বীপে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করবেন।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস: খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০২৬ উপলক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দেশে-বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিসহ সব বিশ্ববাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নতুন বছরে আরও জোরদার হোক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। নতুন বছর সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। সবাইকে শুভ নববর্ষ। সরকার প্রধান বলেন, 'নববর্ষ মানেই নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা ও নতুন সম্ভাবনার সূচনা। নতুনের এই আগমনী বার্তা আমাদের উদ্বেলিত করে। সব গ্লানি ভুলে সুন্দর আগামীর পথচলার জন্য জোগায় নবোদ্যম ও অনুপ্রেরণা। একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে আমরা সবাই দেশকে ভালোবেসে মানুষের কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করব'–এমন আশা প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "নতুন বছরে সব চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে মোকাবিলা করে একটি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলব।" তিনি আরও বলেন, "জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন বছর আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা মেরামত করে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে যে যাত্রা আমরা শুরু করেছি, নতুন বছরে একটি জাতীয় নির্বাচন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের ওপর গণভোট আয়োজনের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা পাবে বলে আমরা আশা করছি।" বাণীতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান আরও বলেন, "সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে–নতুন বছরে এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা।"

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ

পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও: শান্তির বছর গড়ার জন্য আজই কাজ শুরু করুন।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম অ্যাঞ্জেলাসের শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে, পোপ লিও সকলকে আহ্বান জানান, যেন আমাদের হৃদয়কে নিরস্ত্র করে এবং সকল ধরণের সহিংসতা থেকে বিরত রেখে শান্তির বছর গড়ে তুলি। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিনে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে সমবেত প্রায় ৪০,০০০ জনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোপ লিও চতুর্দশ তাদের শান্তি এবং সর্বাত্মক মঙ্গলের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পোপ লিও তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সাধু ষষ্ঠ পলের ইচ্ছায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ ১ জানুয়ারি থেকে বিশ্ব শান্তি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। তার নিজস্ব বার্তায় তিনি বলেন, "তোমাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!"

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও ফেসবুকে নববর্ষের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন, "নববর্ষে 'তোমাদের শান্তি হোক'! শান্তির বন্ধনে অপরকে আনতে হলে নিজের অন্তরে শান্তি প্রজ্জলন করো, তবেই না তুমি অন্যের অন্তরে শান্তির শিখা জ্বালাতে পারবে। আবারো বলি নববর্ষে তোমাদের শান্তি হোক!"

নব অভিষিক্ত যাজক শাওন আন্তনী রোজারিও (ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ): সকলকে খ্রিস্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ আমাদের সকলের হৃদয়ে শান্তি, ঐশ অনুগ্রহ, ও ভালোবাসা নিয়ে আসুক। এই বর্ষে আমরা যেন একে অপরকে ক্ষমা করতে শিখি, দুর্বলদের পাশে দাঁড়াই এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে চলি, সর্বোপরি যিশুর সাথে জীবন পথে চলি। আমাদের সবার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ শতধারায় ঝরে পরুক ও তাঁর মহিমান্বিত শান্তি বর্ষিত হোক। শুভ নববর্ষ।

পিঞ্জর ভিক্টর গমেজ (সেমিনারীয়ান, বনানী): প্রভু যিশু খ্রিস্টের আশীর্বাদে নববর্ষ ২০২৬ আমাদের জীবনে নিয়ে আনুক নতুন আলো, নতুন আশা ও নতুন শক্তি। গত বছরের সকল দুঃখ, বেদনাকে পেছনে ফেলে আমরা যেন এই নতুন বছরে বিশ্বাস, ভালোবাসা ও ক্ষমার পথে আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে পারি। পরম করুণাময়ের কৃপায় আমাদের পরিবার, সমাজ ও পৃথিবী ভরে উঠুক শান্তি, আনন্দ ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে। প্রভুর আলো আমাদের জীবনের প্রতিটি পথকে আলোকিত করুক, এবং তাঁর প্রেম আমাদের হৃদয়ে চিরদিন প্রবাহিত থাকুক।

অনিক পিউরীফিকেশন (তুমিলিয়া, ঢাকা): ২০২৬ এক নতুন সূর্যের উদয়, এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ সবার জীবনে বয়ে আনুক আনন্দের জোয়ার, সাফল্যের আলোকোজ্জ্বল পথ আর ভালোবাসার উষ্ণ পরশ। পিতা পরমেশ্বর সকলকে আশীর্বাদ বর্ষণ করুক, যেন এই নতুন বছরটিতে সবাই সুখে শান্তিতে এবং মিলেমিশে বসবাস করতে পারে। বিগত জীবনের সকল ভুল শুধরে নিয়ে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে যেন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা; শুভ নববর্ষ।

দিপালী রোজারিও (বনপাড়া, রাজশাহী): সকলকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ আমাদের জীবনে মঙ্গল বয়ে আনুক। পরম করুণাময় আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন যেন সকলে এই বছরটি সুন্দরভাবে কাটাতে পারে। সকল যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে প্রতিটি দেশে শান্তি বিরাজ করুক।

কার্মেল পালমা (ঢাকা): দেখতে দেখতে চলে গেল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। আর এখন আমরা প্রবেশ করেছি নতুন বছর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই বিগত বছরে আমাদেরকে নিরাপদে রাখার জন্য এবং নতুন একটি বছর আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে এখনো পর্যন্ত সুস্থ শরীরে বেঁচে আছি, আরও একটি নতুন বছরে প্রবেশ করতে পেরেছি। এই বছরটি আমাদের জন্য সাফল্যমণ্ডিত হোক এই প্রত্যাশা রাখি। বিগত বছরগুলির মতো এ বছরও যে ঈশ্বর আমাদের সুস্থ ও ভালো রাখেন এই প্রার্থনা করি।

নতুন বছর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে নতুন স্বপ্ন, নতুন লক্ষ্য এবং সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যৎ। অতীতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এই বছরটি হতে পারে আত্মোন্নয়ন ও সামগ্রিক অগ্রগতির একটি শক্ত ভিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। একই সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত রাখা অত্যন্ত জরুরি। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র–সব স্তরে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ইতিবাচক মানসিকতা থাকলে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ সত্যিই পরিবর্তনের বছর হয়ে উঠতে পারে। ক্যালেন্ডারের নতুন পাতা না উল্টিয়ে নিজেদেরকে পরিবর্তন ও সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে সাফল্য একমাত্র সোপান। তাই আসুন, এই নতুন বছরে আমরা সবাই মিলে একটি শান্তিপূর্ণ, উন্নত ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।

তথ্যসূত্র: ইন্টানেট **গ্রন্থনায়: নব যোয়াকিম কস্তা**

ফা: চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন
১৭৩/১/এ পূর্ব তেজতুরীবাজার, ঢাকা-১২১৫

উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান

ফা: চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে **"খ্রীষ্টফার এন্ড পারুল স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম"** এর সহায়তায় ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের মেধাবী ও আর্থিক-ভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বৃত্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনের যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত হতে হবে, শিক্ষাগত ফলাফল সন্তোষজনক হতে হবে, আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থী হতে হবে।

বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন ফরমের জন্য যোগাযোগ করুন:
info@fcjyf.org

আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/০৬/২৬

মণ্ডলীর একনিষ্ঠ সেবক আর্চবিশপ পৌলিনুস

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার একাদশ বার্ষিকী আমরা উদ্‌যাপন করছি। তিনি ছিলেন আমাদের আশা ও বিশ্বাসের বাতিঘর। তার মাধুরীময় জীবন থেমে যায় ৭৯ বৎসর বয়সে। তাঁকে হারিয়ে আমরা অবশ্যই একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবককে হারিয়েছি। মানুষের জীবনে একটু শান্তি, সমৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়নই ছিল তাঁর জীবন ব্রত। এইসব সেবাকাজে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। যে কারণে তিনি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন সব মানুষের এক বিশ্বস্ত ঠিকানা।

তিনি আমাদের জন্য উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। মানুষের অধিকার রক্ষায় তাঁর ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। অন্যায়, অসত্য, অন্যায্যতার সাথে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও আপোস করেন নি। তিনি মানুষের মুখ উজ্জ্বল রাখতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাই তাঁর আলোয় আলোকিত আমাদের জীবন।

আর্চবিশপ পৌলিনুসের জন্ম ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর। সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার কারণে সব দেশেই ছিল অভাব। তাই শৈশবে খুব কষ্টেই তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে। শৈশবে রাঙ্গামাটিয়া স্কুলেই তাঁর লেখাপড়ার সূচনা।

তখন রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ছিলেন ফাদার আন্তনী ডি' সুজা। তিনি বালক পলিনুসকে অনেক স্নেহ করতেন। তাঁর জীবনাদর্শ তাঁকে পুরোহিত হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। আর্চবিশপও ফাদারের কাজে সব সময় সাহায্য করতেন। ফাদার আন্তনীর উৎসাহে আর্চবিশপ পলিনুস ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা সেমিনারীতে প্রবেশ করেন এবং ক্লাস ফোরে ভর্তি হন। স্কুলে তিনি সব সময়ই ভাল ফল করতেন।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল একজন নীতিবান মানুষ হবার। এ শিক্ষা তিনি মা-বাবার কাছ থেকেই পেয়েছেন। মা-বাবার কারণেই তিনি ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছেন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা স্কুল থেকে তিনি মেট্রিক পাশ করে রমনা সেমিনারীতে আসেন। রমনায় থাকাকালীন অবস্থায় নটরডেম কলেজে পড়াশুনা করতেন। নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সাফল্যের সাথে খুব ভাল রেজাল্ট করেন। বিএ না পড়া সত্বেও প্রয়াত আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার তাঁকে রোমে পাঠান। রোমে তিনি দর্শন শাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করেন। রোমে পড়ার সময় তাঁকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এত কিছুর পরও তিনি তাঁর প্রার্থনা জীবন ঠিক রেখেছেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তিনি ডিকন পদে অভিষিক্ত হন কার্ডিনাল আগাজানিয়ান দ্বারা। ডিকন হওয়ার পর বিকেলে পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের সাক্ষাৎ পাওয়ার মত তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল। সাক্ষাতের সময় পোপ তাঁকে বলেছিলেন, ব্রাভো, ব্রাভো, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি ভাল পুরোহিত হও। এক বছর ডিকন অবস্থায় থাকার পর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে রোমে পুরোহিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

নতুন যাজক হিসাবে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে দেশে

ফিরে এসে তিনি প্রথম দায়িত্ব পান সহকারী পুরোহিত হিসাবে জলছত্র ধর্মপল্লীতে। এরপর তিনি পর্যায় ক্রমে সহকারী ও পাল পুরোহিত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মরিয়মনগর, মুগাইপার, রমনা ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে। তবে তিনি প্রায় দীর্ঘ ১৯ বৎসর বনানী পবিত্র আত্মার জাতীয় সেমিনারীতে পরিচালক হিসাবে সুন্দর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন বনানী সেমিনারীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। নিজের হাতে বন জঙ্গলে ঘেরা বনানী সেমিনারীকে মনের মত করে সাজিয়েছেন। একাজে তাঁকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়েছেন প্রয়াত ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা। তাঁর গঠন পদ্ধতি অবশ্যই খুব ভাল ও সফল ছিল। তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন আধ্যাত্মিকতা ও পড়াশুনার উপর। তাছাড়া নিয়ম শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিষয়গুলোর উপরও জোর দিতেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মতত্ত্বের উপর তিনি পিএইচডি'র মত উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। এর আগে লন্ডনেও তিনি এক বৎসর উচ্চতর পড়াশুনা করেন।

তিনি ময়মনসিংহ কারিতাস আঞ্চলিক পরিচালক এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় অস্থায়ী পরিচালকও ছিলেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জানুয়ারি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ পদে মনোনীত এবং একই বৎসর ২৬ এপ্রিল বিশপ পদে অভিষিক্ত হন। রাজশাহীতে বিশপ হয়ে তিনি বিশেষভাবে আদিবাসীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারেও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকার আর্চবিশপ হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ঢাকার আর্চবিশপ হিসাবে ৬ বৎসর সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে অবসরে যান। ঢাকার আর্চবিশপ থাকাকালীন তিনি সংলাপের উপর অনেক জোর দেন। সকল ধর্মের লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি সুরক্ষায় তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। সিলেট নতুন ধর্মপ্রদেশ রূপে স্বীকৃতি পাওয়াও তাঁর অবদান। তিনি ঢাকার আর্চবিশপ থাকা অবস্থায়ই সিলেটের জন্য প্রচুর জমি ক্রয় করেন।

প্রয়াত আর্চবিশপের অনেক কাজের মধ্যে যে কাজটি বাংলাদেশ মণ্ডলী বিশেষভাবে স্মরণ করবে তা হলো, তিনি ছিলেন যাজক গড়ার কারিগর। তাঁর হাত ধরে অনেক ভাল ও পবিত্র যাজক তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যৎ যাজকদের গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেমিনারীয়ানদের শিক্ষা জীবনে তাঁর নির্দেশনা, নতুন যাজক হয়ে যাত্রা পথে তাঁর পরামর্শ ও নেতৃত্ব স্মরণীয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও উৎসাহ আমাদের জন্য পাথেয়। শৃঙ্খলা শেখানো এবং সর্বস্তরে তার অনুশীলন, চর্চা করানো ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান ভূমিকা। তাঁকে জ্ঞান তাপসও বলা যায়। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সাধক, ধর্মগুরু ও দার্শনিক। বাংলাদেশে তাঁর রয়েছে অনেক ভক্ত। আর্চবিশপ পৌলিনুস সব সময় সব ব্যাপারে সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বর তাঁর এই ভক্তকে স্বর্গের পুরস্কার দান করুন।

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

৫. গির্জার নির্মাণ শৈলী ও নির্দিষ্ট উপাসনিক স্থান-এর বিন্যাস

গির্জার নির্মাণ শৈলী বা আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সাথে উপাসনা-অনুষ্ঠান সম্পাদনের একটি অন্তর্নিহিত মিল রয়েছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও উপাসনায় তা কিভাবে উদ্‌যাপন করা হয়, তা অনুসারেই উপাসনালয় বা গির্জার নির্মাণ শৈলী নির্ধারণ করা হয়। আবার খ্রিস্টীয় উপাসনা-অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই উপাসনালয়ের নির্মাণ পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। এই বিষয়টি জেমস এফ. হোয়াইট ও সুজান হোয়াইট নিম্নোক্ত কথায় ব্যক্ত করেন :

"The relation of architecture and worship is a complex one. Church architecture reflects both the way Christians worship and the way the building shapes worship—or, not uncommonly, misshapes it. As our practices and concepts of worship change, major changes in the building are often necessary. A well-designed building can be a great asset in enabling the community to worship as it desires. Without buildings, we would worship with difficulty. Worship, then, is primary in any discussion of church architecture. Every church building should be judged in terms of how it serves the worshiping community of faith. Architecturally, this means that the focus of a Christian church is always on the inside where people gather, not on the outside, as in a pagan temple built as a monument to a god, where the people are excluded from the interior. Christians do not build memorials to an absent god, but places where God and people meet" (James F. White and Susan White, Church *Architecture, Building and Renovating for Christian Worship, Abingdon Press,* Nashville, USA, 1989).

যেহেতু উপাসনালয়ের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের উপর নির্ভর করে উপাসনায় ভক্তজনগণের অবস্থান (নিকটে অথবা দূরে), সেজন্য উপাসনায় তাদের সম্পূর্ণ-সক্রিয়-সচেতন অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভর এর উপর। সেই সাথে উপাসনা-অনুষ্ঠানে ভক্তজনগণের গতিবিধি বা চলাচলও গুরুত্বসহকারে বিবেচ্য বিষয়। একটি গির্জায় ভক্তজনগণের বসার ব্যবস্থা কেমন হবে–তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, বসার জন্য যদি বেঞ্চ রাখা হয়, এবং তা যদি শুধু গির্জার মাঝখানে জায়গা রেখে দুই পাশে রাখা হয়, এবং আর কোন ফাঁকা জায়গা না রেখে সাজানো হয়, তাহলে ভক্তজনগণকে বেঞ্চের যে-কোন একপাশ দিয়ে প্রবেশ করতে ও প্রস্থান করতে হবে। এতে এমন হবে যে, যখন বেঞ্চের দুই দিকেই লোকেরা বসে পড়বে, তখন তাদের ডিঙ্গিয়ে ভিতরের দিকে যেতে ও আসতে বিঘ্ন পেতে হবে। বিশেষ করে পবিত্র কম্যুনিয়ন গ্রহণ করার জন্য যেতে-আসতে এই অসুবিধাটা পরিলক্ষিত হয়। এজন্য ভক্তজনগণের জন্য স্থান বা *nave*-এর 'ফ্লোর প্ল্যান' ও ভক্তজনগণের উপবেশন করার ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া উচিত যেন দুই সারি বেঞ্চের মাঝখানেও খালি জায়গা থাকে চলাচলের সুবিধার্থে। একই ভাবে গির্জার মধ্যবর্তী জায়গা যদি সরু হয়, তাহলে যাজক, সেবক ও অন্যান্য সেবাকারীগণের পক্ষে দুটি লাইন করে শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যেতে অসুবিধা হবে। ভক্তজনগণের জন্যও বিশেষ ভাবে কম্যুনিয়ন গ্রহণ করতে যাবার ও ফিরে আসার সময় দুই সারিতে চলাচলের অসুবিধা হবে, অন্যথায় আসা-যাওয়ার সময় পরস্পরের সাথে ধাক্কা লাগা, কোন্ দিক দিয়ে যাবে, কোন্ দিক দিয়ে আসবে–এটা নিয়ে এলোমেলো ভাব সৃষ্টি হবে। এজন্য 'ফ্লোর প্ল্যান' খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে অনেকগুলো নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেক গির্জাতে পুণ্যস্থান বা *sanctuary*-তে যজ্ঞবেদীর পিছন দিকে সাক্রিস্টিতে যাওয়া আসার জন্য দু'পাশে দু'টি পথ রাখা হয়েছে, আর এগুলোর ঠিক সামনেই রাখা হয়েছে দুটি *wing*-এর মত অংশ। এ দু'টির সম্মুখের পাশটিতে রাখা হয়েছে ধন্যা কুমারী মারীয়া ও অন্য কোন মূর্তি। এই *wing*-এর পিছন দিয়েই আসা-যাওয়া করতে হয় যাজক, সেবক ও অন্যান্য যাদের করণীয় কাজ থাকে। এরূপ অনেক গির্জাতেই সেবকদের বসতে হয় এই *wing*-এর আড়ালে, কারণ পুণ্যস্থানে তাদের জন্য কোন স্থান রাখা হয়নি। এরূপ প্রায় সব গির্জাতেই পুণ্যস্থান বেশ উঁচু আর সাক্রিস্টি দুই বা তিন ধাপ সিড়ির নিচে। এজন্য সেবকদেরকে বসতে হয় *wing*-এর আড়ালে এবং নিচু জায়গায়, যেখান থেকে তাদের পক্ষে উপাসনা অনুষ্ঠানে কি হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও মনোযোগ দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, অনেকবার তাই যাজককেই ঈশারা করে বা ডেকে তাদেরকে নির্দেশ দান করতে হয়, যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, উপাসনার প্রস্তুতির অভাবের প্রকাশ এবং উপাসনা অনুষ্ঠানের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। এগুলো হল ত্রুটিপূর্ণ আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ও ফ্লোর প্ল্যান-এর ফলস্বরূপ।

অনেক গির্জায় আরও একটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো: পৌরহিত্যকারী যাজকের আসনের অবস্থান এবং সহার্পণকারী যাজকদের আসন-স্থানের বিষয়ে। এসব গির্জায় পৌরহিত্যকারী যাজকের আসন রাখা হয়েছে যজ্ঞবেদীর ঠিক পিছনে, তাই উপাসকমণ্ডলী যেন যজ্ঞবেদীর উপর দিয়ে তাঁকে দেখতে পান তার জন্য পৌরহিত্যকারীর আসনের জায়গাটি দুই বা তিন ধাপ সিঁড়ির সমান উঁচুতে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার *spirit* থেকে এটি একবারে বিপরীত। কারণ এভাবে আবার *যাজককে রাখা হচ্ছে স্টেইজের উপরে* আর উপাসকমণ্ডলী থাকছে নিচে, দর্শক-সারিতে। পৌরহিত্যকারী যাজকের আসন থাকার কথা যজ্ঞবেদী থেকে সামান্য সামনে, বাঁ পাশে যেন উপাসকমণ্ডলী থেকে অনেকটা দূরে, যজ্ঞবেদীর আড়ালে না থাকেন, তিনি যেন উপাসকমণ্ডলীর সাথে না হলেও নিকটে এবং দৃশ্যমান থাকেন। এজন্য রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে :

"The best place for the chair (of the presider) is in position facing the people ***at the head of the sanctuary*** … if the great distance would interfere with the communication between the priest and the gathered assembly, or if the tabernacle is in the center behind the altar" (*GIRM,* no. 310).

কোন কোন গির্জায় এজন্য যাজকের আসনের পিছনে আরও উঁচুতে *tabernacle* রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার জন্য একটি

সিঁড়ি রাখতে হয়েছে, অথবা *tabernacle* ডান অথবা বাম পাশে রাখতে হয়েছে। এতে অপর পাশটি খালি থাকে বলে তা পূর্ণ করার জন্য পবিত্র বাইবেল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পক্ষে অবশ্য একটি যুক্তি দাঁড় করা হয়েছে যে, খ্রিস্টপ্রসাদ এবং ঐশবাণী – উভয়ই জীবনদায়ী খাদ্য। তাই এক পাশে খ্রিস্টপ্রসাদ, অপর পাশে বাণী রাখা হয়েছে – কিন্তু এর কোন বিধান বা *authoritative norm* কোথাও নেই, কারণ ঐশতাত্ত্বিক ভাবে এ দু'টি এক ও সমান নয়। ঐশবাণী উপাসনা-অনুষ্ঠানে ঘোষণা করার জন্য, তা দর্শনীয় বস্তুরূপে রেখে দেওয়ার জন্য নয়।

বাংলাদেশের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের গির্জাগুলোতে ভক্তজনগণের বসার ব্যবস্থা মেঝেতে, কার্পেটের উপর। বয়স্কদের জন্য পিছন দিকে কিছু সংখ্যক বেঞ্চ রাখা হয় কোন কোন গির্জায়। এরূপ গির্জার পুণ্যস্থান যদি হয় অনেক উঁচু, তাহলে সামনের দিকে যে সকল ছোট ছেলেমেয়েরা বসে তাদেরকে দীর্ঘ সময় ঘাড় পিছন দিকে বাঁকা করে বসতে হয়–এটা নিশ্চয় ওদের জন্য কষ্টকর! ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের জলছত্র ধর্মপল্লীর নতুন গির্জা এর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত!

৬. সাজসজ্জা, আসবাব ও 'উপকরণ'

আমরা এ পর্যন্ত দেখতে চেষ্টা করেছি উপাসনা ও উপাসনালয় এবং উপাসনালয়ের নির্মাণ শৈলীর মধ্যকার নিবীড় সম্পর্কের কয়েকটি দিক। এবার আমরা একটু মনোনিবেশ করতে পারি উপাসনালয় বা গির্জায় যে সকল আসবাব ও 'উপকরণ' ব্যবহৃত হয় তার প্রতি। এ বিষয়ে আলোকপাত করার শুরুতেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে উপাসনা হল **"ঈশ্বরের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ"** (দ্র. *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, নং ১০৬৯, ১০৭০)। উপাসনা-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ভক্তজনমণ্ডলী ঈশ্বরের সাথে মিলনের উদ্দেশে সমবেত হয়ে উপাসনার ক্রিয়াসকল সম্পাদন করেন। তাই ঈশ-মানবের এই মিলন ও পরিত্রাণদায়ী ক্রিয়াসমূহ–সবই হল 'পবিত্র' (*sacred*), এখানে 'অ-পবিত্র' (*profane*) কোন কিছু থাকার বা রাখার কথা নয়। উপাসনালয় বা গির্জা যেহেতু পবিত্র স্থান, সেজন্য এখানে উপাসনা-অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য যা-কিছু ব্যবহার করা হয় তা-ও পবিত্র বা *sacred*। গির্জা, গির্জার আসবাব, অন্যান্য উপকরণাদি ও সাজসজ্জা অন্য কোন স্থানের মত হবার নয়। উপাসনায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি উপকরণ বা আসবাব এমন হওয়া উচিত যা 'ঐশরিক বিষয়' *(Divine realities)*-এর উপস্থিতি ব্যক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ: খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণের পাত্র এবং খাবার টেবিলে খাদ্য পরিবেশনের পাত্র – উভয়ই পাত্র, কিন্তু দু'টি পাত্র কখনও এক হতে পারে না। খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীর সংখ্যা অধিক হলেও বিকল্প হিসেবে খাদ্য পরিবেশনের পাত্র ব্যবহার করা মোটেই বিধিসম্মত নয়। এজন্য উপাসনায় ব্যবহার্য 'উপকরণ' সমূহের পূর্বে *sacred* শব্দটি ব্যবহার করা হয়: *sacred vessels, sacred books, sacred vestments,* ইত্যাদি। এজন্য গির্জার জিনিসপত্র ও সাজসজ্জার ব্যাপারে *sense of the sacred* থাকতে হয়।

এজন্য গির্জার প্রধান আসবাব বা উপকরণগুলো সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে যে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, সেগুলো হল :

ক. বাণী-ঘোষণা মঞ্চ (*Ambo বা Lectern*) : খ্রিস্টযজ্ঞানুষ্ঠানে রয়েছে প্রধান দু'টি অংশ: (১) বাণী-ঘোষণার উপাসনা *(Liturgy of the Word)*, এবং (২) ধন্যবাদযজ্ঞের উপাসনা *(Liturgy of the Eucharist)*। কারো কারো এরূপ ধারণা থাকতে পারে যে, ধন্যবাদযজ্ঞের উপাসনা বা যজ্ঞানুষ্ঠান হল খ্রিস্টযজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান ও মূল অংশ। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে, অর্থাৎ আদি মণ্ডলীর সময় কাল থেকেই বাণী-ঘোষণার উপাসনাকে অভিন্নরূপে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়ে আসছে। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দির সাক্ষ্যমর সাধু জাসটিন (মৃ. ১৬৫ আনু.) তাঁর রচনায় খ্রিস্টযজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন :

"'রবি'-র [সূর্যের] নামানুসারে দিনটিতে অর্থাৎ রবিবারে শহরে ও নিকটবর্তী এলাকায় যারা বাস করে, তারা সকলেই সমবেত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ততক্ষণ ধরেই প্রেরিতশিষ্যগণের 'স্মৃতিচারণ' থেকে ও প্রবক্তাদের গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। পাঠক যখন শেষ করেন, তখন পরিচালক আমাদের উদ্দেশে বাণী-ব্যাখ্যা করেন এবং বাণী-পাঠে উত্তম যা-কিছু শুনেছি তা অনুকরণ করার জন্য শিক্ষা দান করেন" (Justin Martyr, *First Apology,* no. 67)।

বাণী ঘোষণা ও শ্রবণের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা স্মরণ রাখতে পারি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান-এর এই উক্তিটি : উপাসনা-অনুষ্ঠানে "তিনি [খ্রীষ্ট] উপস্থিত আছেন তাঁর বাণীর মধ্যে যেহেতু মণ্ডলীতে যখন শাস্ত্র পাঠ করা হয় তখন খ্রীষ্ট নিজেই কথা বলেন" (দ্র. পুণ্য উপাসনা, নং ৭)।

ঐশ বাণী যেমন পবিত্র তেমনি পাঠকের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট নিজেই তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সাথে কথা বলেন বলে যে-স্থান থেকে তা পাঠ বা ঘোষণা করা হয়, এবং বাণী-ব্যাখ্যা করা হয়, সেই বাণী-ঘোষণা মঞ্চ বা *ambo* বা *lectern* অত্যন্ত পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ একটি স্থান। এজন্য বাণী-ঘোষণা মঞ্চের যে গুরুত্ব ও মর্যাদা তা উল্লেখ করে রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে :

"The dignity of the word of God requires that the church have a place that is suitable for the proclamation of the word and toward which the attention of the whole congregation of the faithful naturally turns during the Liturgy of the Word…It is appropriate that this place be ordinarily a stationary ambo and not simply a movable lectern. The ambo must be located in keeping with the design of each church in such a way that the ordained ministers and lectors may be clearly seen and heard by faithful…From the ambo only the readings, the responsorial Psalm, and the Easter Proclamation *(Exsultet)* are to be proclaimed; it may be used also for giving the homily and announcing the intentions of the Prayer of the Faithful. The dignity of the ambo requires that only a minister of the word should go up to it" (*GIRM,* no. 309).

এ কারণে গির্জার বাণী-ঘোষণা মঞ্চকে কোন ভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। পাঠক ও যাজকের কণ্ঠে আমরা যে বাণী-ঘোষণা ও বাণী-ব্যাখ্যা শ্রবণ করি তার মধ্য দিয়ে স্বয়ং খ্রিস্ট প্রভু আমাদের সাথে কথা বলেন, যেমন তিনি তাঁর নিজের শহর নাজারেথ শহরে এসে তাঁর অভ্যাস মতো বিশ্রাম-দিবসে সমাজ গৃহে উপস্থিত হয়ে প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন আর সেখানে উপস্থিত লোকেরা যখন তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনার আশায় তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, তখন তিনি বললেন: "এই শাস্ত্রের উক্তি আজই সত্য হল–যখন তোমরা তা শুনতে পেলে" *(দ্র. লুক ৪:১৬-২১)*। ঠিক একই ভাবে রবিবারের পর রবিবার, এমন কি প্রতিদিন আমাদের গির্জা গুলোতে যখন বাণী-ঘোষণা করা হয় ও বাণী-ব্যাখ্যা করা হয়, তখন খ্রিস্ট নিজেই আমাদের সাথে কথা বলেন। এ কারণেই বাণী-ঘোষণা মঞ্চটি যজ্ঞবেদীর মতোই একটি পবিত্র স্থান *(sacred space)*। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে পুণ্যস্থানের উপযুক্ত জায়গাতেই যেন *ambo* বা *lectern* 'প্রতিষ্ঠা' করা হয় (দ্র. *Blessing of Ambo*)। *(চলবে...)*

উপন্যাস

তিন বুড়োর গল্প

যোসেফ শরৎ গমেজ

(২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ৪১ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা শংকরদের বাড়িতে আসে। শংকরের স্ত্রী মিথিলা আর মেয়ে বিপাশা বসে বসে কান্নাকাটি করছিল। শংকরকে দেখে দু'জনেই হাউ মাউ করে উঠে। শংকর জানতে চায় রনি কোথায়? মিথিলা বলে পুলিশ ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। বলে গেছে আজ রাতের মধ্যেই থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে। কাল দশটার মধ্যে কোর্টে চালান করে দেবে। কি জন্য ধরে নিয়ে গেছে অপরাধ কি বলেছে কিছু? হ্যাঁ, বলেছে। আমার ছেলে রনি আর ওর বন্ধুরা চোলাই মদের ব্যবসা করে। ওরা নাকি ইয়াবা টেবলেট বিক্রি করে। আমাদের ঘরের ছাদে যে চিলেকোঠা ঘর আছে ওখান থেকে দুই প্যাকেট ইয়াবা টেবলেট পেয়েছে। আর মদ বানাবার সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছে। আর ওর বন্ধুদের মধ্যে মিলটন আর মানিকের বাড়ী থেকে অনেকগুলো মদের বোতল উদ্ধার করেছে পুলিশ। শংকর, কমল আর বিপিনকে নিয়ে দোতালায় ওদের শোবার ঘরে নিয়ে যায়। তারপর স্ত্রী মিথিলাকে কাছে ডেকে বলে, গত ৩ সফরে যে তিনটা সোনার বিস্কেট এনেছিলাম যা তোমাকে যত্ন সহকারে সাবধানে রাখতে দিয়েছিলাম সেগুলো আছে তো? হ্যাঁ, সেগুলো আমি যত্ন সহকারে ষ্টিল আলমারির ভেতরে রেখে দিয়েছি। শংকর বলে এখন এগুলো নিয়ে আস। এখন ওগুলো দিয়ে কী হবে? ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে টাকা লাগবেনা? মিথিলা তার বালিশের তলা থেকে চাবির গুচ্ছটা নিয়ে পাশের ঘরে যায় যে ঘরে তার ছেলে রনি থাকে। চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে বাম পাশে ছোট কপাট খুলে হাত ঢুকিয়ে ভেতর থেকে ছোট ৩টা কৌটা বের করে আনে। কৌটাগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। মনে হয় দামি কোন সাবানের কৌটা। কৌটাগুলো হাতে নিয়ে পাশের ঘরে আসে, শংকর মিথিলার হাত থেকে কৌটাগুলো নিতেই মিথিলা মাথা ঘুরে পড়ে যায়, শংকর সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরে ফেলে কৌটাগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। শংকর বলে, তোমার কি হলে মিথিলা পর গেলে কেন? মিথিলা কিছুই বলেনা। সবাই ওকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কমল কৌটাগুলি মাটি থেকে কুড়িয়ে টেবিলের উপরে রাখে। শংকর কৌটাগুলি একটা একটা করে খুলে দেখে ভেতরে কিছুই নেই সব খালি। খালি কৌটাগুলি কমল আর বিপিনের সামনে রেখে বলে সমস্ত কিছুর মূলে এই কৌটাগুলো। বিপিন জিজ্ঞেস করে এগুলোর ভেতর কি ছিল? প্রত্যেকটা কৌটার ভেতর একটা করে সোনার বিস্কুট ছিল। এগুলো এনে মিথিলার হাতে দিয়েছিলাম যত্ন করে রাখতে। বলেছিলাম আমার রিটায়ার্ডমেন্টের পরে এগুলো কাজে লাগাবে। বলতে বলতে শংকর ওর শোবার খাটের নীচ থেকে একটা বড় সাইজের ব্যাগ টেনে বার করে আনে। বিপিন আর কমলের সামনে রেখে পকেট থেকে ছোট্ট চাবির রিংটা বের করে ব্যাগের তলাটা খুলে ব্যাগের ভেতর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগের মত ছোট একটা ব্যাগ থেকে সিলভার পেপারে মুড়ানো একটা সোনার বিস্কেট আর একটা সোনার ব্রেসলেট বের করে বিপিন আর কমলের সামনে রাখে। বিপিন আর কমল সেই সোনার ব্রেসলেট আর বিস্কুট হাতে নিয়ে দেখতে থাকে। শংকর বলে, আমার একমাত্র ছেলের জন্য অনেক দাম দিয়ে এই সোনার ব্রেসলেটটা কিনেছিলাম। বিপিন এসব কিছু আমার ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের ফল। দীর্ঘদিন সেফ পজিশনে কাজ করেছি। অনেক বড় বড় পার্টি ম্যানেজ করেছি। আমার এতদিনের কষ্টের ফল সব বৃথা হয়ে গেল। সেদিন এয়ারপোর্টে আমার ছেলেকে না দেখে তখনই আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল। একটা বাজারের ছেলেকে সাথে নিয়ে এয়ারপোর্টে এসেছিল মিথিলা। তারপরও আমি মিথিলার উপর বিশ্বাস হারাইনি। বিপিন বলে, এখন চল আগে থানায় যাই। ছেলে রনিকে ছাড়িয়ে আনি। তিন বন্ধু ইজিবাইকে উঠে থানায় চলে যায়। থানায় ঢুকে ওরা সরাসরি থানার ওসি কামরুল জামানের চেম্বারে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে বিপিন মৃদু কণ্ঠে বলে, ভেতরে আসতে পারি? ওসি সাহেব বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দরজার বাইরে তিনজন বয়স্ক ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন, আসুন, আসুন। ওরা ভেতরে যাবার পর ওসি সাহেবকে নমস্কার জানায়। ওসি কামরুল জামান সাহেবও প্রত্যুত্তরে নমস্কার জানিয়ে বলেন, বসুন আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি? বিপিন বলে, আজকে যে চারজন ছেলেকে ধরে এনেছেন আমরা ওদের বিষয় কথা বলতে এসেছি।

ওসি সাহেব বললেন, অ, আপনারা এই ছেলেদের বিষয়ে কথা বলবেন? এই ছেলেরা কী আপনাদের সন্তান? শংকর বলে, রনি আমার ছেলে। আর অন্য তিনজন ওরা কারা? কমল বলল, ওরা রনির বন্ধু। বিপিন ওসি কামরুল জামানকে বলে, কিংশুক মন্ডল নামে কোন লোক আপনাকে ফোন করেছিল? ও- হ্যাঁ, কিংশুক আমাকে ফোন করেছিল। আপনারা! বিপিন বলে, কিংশুক আমার মেয়ের জামাই। ওসি বলেন একথা আমাকে আগে বলবেন না? কিংশুক আমার ভালো বন্ধু। কিন্তু কেস তো আংকেল অনেক জটিল হয়ে গেছে। শংকর বলে, ওদের অপরাধটা কী? কি করেছে আমার ছেলে? শংকরের এই কথায় ওসি কামরুল জামান গম্ভীর গলায় বলেন, আপনার ছেলে রনি এবং তার তিন বন্ধু মাদক ব্যবসায়ী।

কি? এ অসম্ভব! এ হতে পারে না। ওসি সাহেব জোর গলায় বলেন, এরা স্বীকার করেছে পাঁচ বছর ধরে ওরা ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবসা করছে। আর আপনার বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় চোলাই মদ তৈরি করে। চিলেকোঠার ছাদে থেকে মদ বানাবার সরঞ্জাম পুলিশ জব্দ করেছে। আপনার ছেলের ব্যাগ থেকে দুই প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট আর আপনার ছেলের বন্ধু মিল্টনের বাড়ি থেকে ৮ বোতল চোলাই মদ পাওয়া গেছে। এরা বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ছেলেদের কাছে ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রি করে। বর্তমানে এই ইয়াবা ট্যাবলেট কক্সবাজার থেকে টেকনাফ, বান্দরবান ও নাইক্ষংছড়ি হয়ে রাজধানী ঢাকা ও তার আশপাশ এলাকাগুলোতে সহজেই ঢুকে পরছে। ইয়াবা নামক মাদকের বড়িগুলি সহজলভ্য ও নিরাপদ। অনেকগুলো ইয়াবা ট্যাবলেট একসঙ্গে বহন করা সহজ। কিডন্যাপিং, ডাকাতি, রাহাজানি ও ছিনতাইয়ের মতো জঘন্যতম কাজ করে চলেছে এই সব ইয়াবা সেবনকারী যুবকেরা। বর্তমানে সরকার ঘোষণা দিয়েছে মাদক কারবারীদের কোন ছাড় নাই।

ওসি কামরুল জামানের কথা শুনে শংকরের বুকের ভেতর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। মাথার মধ্য দিয়ে ধূয়া উড়তে থাকে। চোখ দু'টো ঝাঁপসা বোধ হয়। মনে মনে ভাবে এই ছেলেকে জন্ম দিয়েছি। বিদেশ থেকে একে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি। স্ত্রী মিথিলাকে ভালোবেসেছি। বিশ্বাস করেছি। আজ সেই ভালোবাসা আর বিশ্বাসের এই প্রতিদান পেলাম। নিজের মনেই বলতে থাকে মিথিলা, জীবনের অংকটা কষেছিলাম সুখের ঘরে। তখন বুঝিনি জীবনটা আমার এমনি ভাবে শেষ হবে।

শংকর ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করে, স্যার আমার ছেলেকে দেখতে পারি? অবশ্যই। ওসি কামরুল জামান একজন সিপাইকে ডেকে বললেন, এদেরকে সেলের কাছে নিয়ে যাও আসামিদের সাথে দেখা করবেন। বিপিন শংকরকে বলে, তুমি কমলকে সাথে নিয়ে যাও আমি ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি।

সেলের মধ্যে রনি, মিল্টন, মানিক আর বাবলু দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কাত হয়ে পড়ে আছে। দেখে মনে হয় পুলিশের লাঠি ঠিক মতই পরেছে। শংকর আর কমল সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। ছেলের

(বাকি অংশ ১৪ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন ...)

অ্যান্টিবায়োটিকের অকার্যকারিতা ॥ সতর্কতা জরুরি

ডা. এবিএম আবদুল্লাহ

সম্প্রতি আইইডিসিআরের জরিপে দেখা গেছে অ্যান্টিবায়োটিকের অকার্যকারিতা নিয়ে এক ভয়াবহ তথ্য, যা জনসাস্থ্যের জন্য এক বড় হুমকি। জরিপের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ৪১ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজ করছে না। অন্য সব রোগের ক্ষেত্রে এই হার ৭ শতাংশ। কোনো রোগী ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয়। এ কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। জরিপের তথ্য অনুযায়ী অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী পেনড্রাগ রেজিস্ট্যান্স (পিডিআর) হয়ে উঠছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অ্যান্টিবায়োটিক বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সমাদৃত এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে এর অবদান অবিস্মরণীয়। ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে মানবজাতির জীবন রক্ষার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহারের কারণে ওষুধের ক্ষমতা কোনো কোনো জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। এর যথেচ্ছ ব্যবহারে জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক জীবাণু প্রতিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক হয়ে উঠছে। জীবাণুগুলো ওষুধ প্রতিরোধী এবং ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন পরিস্থিতিকে বলা হয় 'অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স' বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিবন্ধকতা। অ্যান্টিবায়োটিক হয়ে ওঠে অকার্যকর, যা মানুষের জন্য প্রাণঘাতি। অনেক সময় দেখা যায় জীবাণুগুলো একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। তাকে বলে 'মাল্টি ড্রাগ' বা 'পেনড্রাগ' রেজিস্ট্যান্স, অনেক সময় একে বলা হয় 'সুপারড্রাগ', যা আরও ভয়ংকর।

অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতা বা রেজিস্ট্যান্স স্বাস্থ্যব্যবস্থায় একটি অনাগত ঝুঁকি। এর পরও অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার হয়েই চলছে। একটা অ্যান্টিবায়োটিক কাজ না করলে অন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটিও কাজ করছে না। তখন অধিক কার্যকরী এবং অনেক দামি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হচ্ছে। সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে যে ফল পাওয়া সম্ভব ছিল, দেখা যায় অধিক কার্যক্ষমতা সম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারেও সে ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে অপব্যবহার আর যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে অ্যান্টিবায়োটিক তার কার্যক্ষমতা হারাচ্ছে এবং তৈরি হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যে রোগ শুরুতেই ভালো করা যেত, ভুল ব্যবহারের কারণে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। নতুন ওষুধ দরকার হচ্ছে, কখনো কখনো তাতেও কাজ হচ্ছে না।

অ্যান্টিবায়োটিকের অকার্যকারিতার কারণ

(১) ওষুধ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যে অনিয়মটা করি তা হলো, চিকিৎসকের পরামর্শ না নেওয়া। চিকিৎসকের চেয়ে ওষুধ বিক্রেতার ওপর বেশি নির্ভর করি। যদি কখনোবা বাধ্য হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেই, ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বেঁধে দেওয়া বিধিনিষেধ অনেক সময় কম মানি। সময়মতো ওষুধ খাওয়া, খাওয়ার আগে, না পরে এসব আমরা খেয়াল রাখি না। অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রার ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি থাকি উদাসীন। সবচেয়ে ভয়াবহ হলো পূর্ণ মাত্রা কমপ্লিট না করে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া।

প্রায় সময়েই দেখা যায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া দরকার ৭ থেকে ১০ দিন। কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে সুস্থ বোধ করলে বা দুই-তিন দিন ওষুধ খেয়ে জ্বর ভালো হয়ে গেছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার আর কী দরকার, এসব ভেবে নিজেরাই ওষুধ বন্ধ করে দেন। মনে করেন, 'আমি তো ভালোই হয়ে গেলাম, ওষুধ খাবার আর দরকার কী?' আবার অন্যদিকে কয়েক দিন অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে রোগ ভালো না হলে 'ওষুধ কার্যকরী নয়' ভেবে তা বন্ধ করে দেই এবং অন্য চিকিৎসকের কাছে নতুন ওষুধের প্রত্যাশায় যাই। এ ধরনের কার্যকলাপ খুবই ক্ষতিকর। এভাবে ওষুধের অপব্যবহারে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।

(২) আমাদের দেশে জীবাণুগুলো ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ মানুষ কোনো রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেই তার নিকটবর্তী ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খেতে পারে। ফার্মেসির বিক্রেতারা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করে। যে কেউ চাইলেই ইচ্ছেমতো অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে পারে, ডোজ মানছে না, নিয়ম মানছে না, যেমন ইচ্ছা হলো খাচ্ছে, যখন ইচ্ছা বন্ধ করছে। এসব আরও ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

(৩) আমাদের দেশে পাস করা রেজিস্টার্ড ডাক্তার ছাড়াও অনেকেই প্রতিনিয়ত রোগীর চিকিৎসা করেন, বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে এ সমস্যাটা অনেক বেশি এবং হাতুড়ে ডাক্তারের ছড়াছড়ি, এমনকি মাঝে মাঝে ভুয়া ডাক্তারের কথাও শোনা যায়। যাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা কম, তারা উপযুক্ত মাত্রা এবং মেয়াদ সম্পর্কে না জেনেই রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে। এটাও একটা খারাপ দিক।

(৪) অনেক সময় আমরা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করি, কখনো আত্মীয়, কখনো বন্ধুর পরামর্শ নেই, কখনো চিকিৎসকের চেয়ে ওষুধ বিক্রেতার ওপর বেশি নির্ভর করি। 'অমুক ওষুধে তমুক ভালো হয়েছিল, তাই আমিও ভালো হবো' এমন চিন্তাই আমাদের মধ্যে কাজ করে। এ প্রবণতাটাও আসলে অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের একটা খারাপ দিক।

(৫) এছাড়া আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় অধিকাংশ ফার্মেসি ডিগ্রিধারী বা উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট দিয়ে চালানো হয় না। মোটামুটি লেখাপড়া জানা অনেকেই ওষুধের দোকানে বিক্রেতা হিসেবে কিছুদিন কাজ করেই নিজেরা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করছে। এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাক্তার না থাকায় এ ধরনের বিক্রেতারাই রোগীকে ব্যবস্থাপত্র এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় রোগীর বয়স ও ওজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় না। এমনকি খাবার আগে-পরে বা কতদিন খেতে হবে তারও নির্দেশনা থাকে না বা রোগীকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা হয় না। ফলে রোগীর শারীরিক এবং আর্থিক- উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

(৬) অনেক রোগীই অর্থাভাবে ডাক্তারের ফি দিয়ে পরামর্শ না নিয়ে নিজেই ওষুধ বিক্রেতার কাছ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক চেয়ে নিচ্ছে। কিছু কিছু ওষুধ বিক্রেতাও মুনাফার স্বার্থে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ বিক্রি করছে। এমনকি অনেক সময় রোগী ও তাদের লোকজনও চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন গ্রহণ ও তা অনুযায়ী ওষুধ কেনার প্রয়োজন অনুভব করেন না। এছাড়া ওষুধের দাম, পরীক্ষা-

নিরীক্ষা এবং হাসপাতালের খরচ খুবই ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে, যা বহন করা অনেকের জন্য দুরূহ হয়ে উঠছে।

(৭) এমনও শোনা যায় অ্যান্টিবায়োটিক যেমন মানুষের ওপরে প্রয়োগ করা হয়, তেমনি কৃষি, মৎস্য, পশুপাখি ও মুরগির খাবারেও অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা হয়, এদের বৃদ্ধি বাড়াতে এবং রোগ ঠেকাতে। এতে প্রতিরোধী জীবাণু খাবার, পানি, মাটি ও পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। সরাসরি না খেয়েও পরোক্ষভাবে এগুলো শরীরে প্রবেশ করে এবং এর মাধ্যমেও শরীরে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

প্রতিরোধে করণীয়: আমাদের হাতে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক-এর সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সংক্রামক রোগ বেশি, অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজনও বেশি। তাই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে অবশ্যই সচেতনতা দরকার এবং অ্যান্টিবায়োটিকের অকার্যকারিতা রোধে এখনই প্রয়োজনীয় সমন্বিত ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

(১) রোগীদের সচেতন হতে হবে, তারা যেন যখন তখন ফার্মেসি থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ওষুধ কিনে না খান। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে এবং অবশ্যই উপযুক্ত মাত্রা এবং মেয়াদ অনুযায়ী। বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী মা এবং বয়স্কদের ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

(২) ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় ওষুধ সেবন করতে হবে, যেমন কতটুকু ওষুধ, কতক্ষণ পরপর, কত দিন, খাবার আগে না পরে ইত্যাদি। কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ওষুধ বন্ধ বা পরিবর্তনের আগে ডাক্তারকে অবহিত করতে হবে, সুস্থবোধ করলেও কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

ডাক্তারের দায়িত্ব: অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভুল বা অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক রোগীর ক্ষতি করতে পারে।

(১) সঠিক রোগ নির্ণয় ও রোগের ধরণ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক, ডোজ ও সময়কাল স্পষ্টভাবে প্রেসক্রিপশনে উল্লেখ করতে হবে। নেহায়েত প্রয়োজন বা জীবন রক্ষাকারী না হলে শক্তিশালী বা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক পরিহার করতে হবে।

(২) অ্যান্টিবায়োটিক শুধু ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে দিতে হবে। ভাইরাল যেমন- সর্দি, ফ্লু, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত না।

(৩) রোগীকে রোগ ও ওষুধ সম্পর্কে মোটামুটি কমবেশি জানানো উচিত। ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানানো এবং কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে, ওষুধ আপাতত বন্ধ করে দ্রুত ডাক্তারকে জানাতে হবে।

ওষুধ বিক্রেতার কর্তব্য: অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধে ওষুধ বিক্রেতাকে অবশ্যই কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করা উচিত। শুধু ব্যাবসায়িক স্বার্থে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক এমনকি অন্য যে কোনো ওষুধ বিক্রি করাও উচিত নয়। সুন্দরভাবে প্যাকেটের ওপর প্রয়োজনীয় মাত্রা, কতবার, কীভাবে সেবন করতে হবে, খাওয়ার আগে বা পরে, তা রোগীকে বা রোগীর লোকজনকে বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রেসক্রিপশনে অ্যান্টিবায়োটিক নির্দিষ্ট পরিমাণ লেখা থাকে। দ্বিতীয় বার একই প্রেসক্রিপশনে রোগী ওষুধ কিনতে চাইলে তা কোনোক্রমেই দেওয়া ঠিক হবে না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব: অ্যান্টিবায়োটিক যেহেতু একটি অতি প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী, তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও অনেক বেশি। ফার্মেসিতে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা উচিত। শিক্ষিত বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট ছাড়া অন্য কেউ যেন ওষুধ বিক্রি না করে, তার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। অননুমোদিত ওষুধপত্র বিক্রি বন্ধ করা উচিত। মাঝেমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যৌথভাবে বিভিন্ন ফার্মেসিতে নিয়মিত পরিদর্শন করা উচিত।

আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সুস্থভাবে সুস্বাস্থ্য নিয়ে গড়ে ওঠে, সে লক্ষ্যে অ্যান্টিবায়োটিকসহ অন্যান্য ওষুধের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি অপব্যবহার, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স থেকে নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। মনে রাখতে হবে চিকিৎসার অভাবে মানুষের যেমন মৃত্যু হতে পারে, তেমনি অসংখ্য অ্যান্টিবায়োটিক থাকলেও যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে সবই অকার্যকর হওয়ায় মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে। তাই অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার এবং অকার্যকারিতা মোকাবিলার জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং মানুষের জীবন সবকিছু বড় ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এর সাথে জনসচেতনতা বাড়ানো খুবই জরুরি।

দৈনিক জনকণ্ঠের, ৩ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের সৌজন্যে

(১২ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

অবস্থা দেখে নিজের কপালকেই দোয়ারূপ করতে থাকে শংকর। মনে মনে বলে বাবার অজান্তে ছেলেরাই বাপকে নিচে নামায়। আজ নিজের ছেলেকে দেখে তাই মনে হলো। এই পরিস্থিতিতে ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ল। বাবাকে বলতে শুনেছি মানুষের ছায়া যদি মানুষের পায়ের তলায় থাকে তবে বুঝবে ঠিক আছে। আর যদি ছায়াটা মানুষের চেয়ে লম্বা হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো কমলকে বলে, চলে এসো কমল। কমল পিছু পিছু যেতে যেতে বলে, ছেলের সাথে কথা বলবেনা? শংকর কোন কথা বলেনা সোজা চলে আসে ওসি কামরুল জামানের চেম্বারে। বিপিনের পাশে বসতে বসতে ওসি সাবকে বলে, স্যার কোর্টে চালান করলে কিরকম সাজা হতে পারে?

ওসি কামরুল জামান বললেন, কম করে হলেও চার বছরের জেল হতে পারে। বিপিন পকেট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার এক বান্ডেল টাকা শংকরের হাতে দিতেই শংকর ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ভাই তুমি আমার বন্ধু, আমার খুব কাছের বন্ধু, আমার হৃদয়ের বন্ধু। টাকাগুলো তোমার কাছেই রাখ। ছেলে আমার। আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দাও। তারপর ওসি কামরুল জামানকে বলল, স্যার আমার ছেলেকে কোর্টে চালান করে দিন। আমি ওকে ছাড়িয়ে নেব না। ওর শাস্তি হওয়াই উচিৎ। শংকরের কথা শুনে ওসি, বিপিন আর কমল শংকরের মুখের দিয়ে অবাকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে .....। *(সমাপ্ত)*

অযাচিত স্বপ্ন

সপ্তর্ষি

গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ দেখি
নিরবে ভাসে এক অযাচিত স্বপ্ন
নাম না জানা অচেনা এক মুখ
হৃদয়টা করে তুলেছে বেদনা বিধুর।

খুঁজিনি তো কভু কোন কালে
তবু কেন মন টানে তাকে পেতে
কি সেই স্বপ্নের লুকিয়েছে মায়া
সব কিছু ছেড়ে হৃদয়ে তার ছায়া।

চলার পথে জীবনের প্রতিটি মোড়ে
হৃদয়ের দ্বারে টোকা দেয় বারে বারে
হয়তো মুছে যাওয়া পুরোনো ঘটনা
ঘুমের মাঝে হয়েছে দুঃস্বপ্ন স্মৃতি।

খুঁজেছিলাম মনে শান্তি হলাম ক্লান্তি
অযাচিত এক স্বপ্ন হলো শুধু ভ্রান্তি
ঘুম ভেঙ্গে গেলে ফিরি বাস্তব জীবনে
মন যেন হারায় অযাচিত সেই স্বপ্নে।

আলোচিত সংবাদ - ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

খালেদা জিয়ার গৌরবময় চির বিদায়

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিরবিদায় নিলেন জনসমুদ্রের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মাঝে। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ভোরে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ উপলক্ষে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয় এবং জানাজার দিন সাধারণ ছুটি ছিল। পরের দিন বুধবার সকাল থেকে ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও আশপাশের এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে দল-মত নির্বিশেষে মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। বেলা ৩টা ২ মিনিটে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে লাখো মানুষ কাতারবন্দি হয়ে অংশ নেন। জানাজা শেষে কফিন নেওয়া হয় জিয়া উদ্যানে (চন্দ্রিমা উদ্যান), যেখানে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হয়, স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল।

https://bangla.bdnews24.com/politics/91249064f6c4

শহীদ ওসমান হাদির জানাজায় লাখো মানুষের অংশগ্রহণ

১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তদের গুলিতে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন। তাকে প্রথমে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। সেখানেই ১৬ ডিসেম্বর রাতে তিনি মারা যান। ওসমান হাদির মৃত্যুতে অন্তর্বর্তী সরকার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেন। পরে শহীদ ওসমান হাদির জানাজা জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়। নামাজের ইমামতি করেন তার বড় ভাই ডা. আবু বকর সিদ্দিক। জানাজায় লাখ লাখ মানুষসহ বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

https://dailyinqilab.com/national/news/844129

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৬টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জনাব এ এম,এম, নাসির উদ্দিন বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন। সিইসি তার ভাষণে নির্বাচনের তারিখসহ মনোনয়নপত্র জমা, যাচাই-বাছাই, প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দের সময়সূচি ঘোষণা করেন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এদিন দেশের প্রায় ১২ কোটি ৭৬ লাখ ভোটার তাদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন।

https://www.ittefaq.com.bd/765656

বাংলাদেশে তীব্র ভূমিকম্প

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় ৫.৪ প্রাবল্যের (রিখটার স্কেলে ৫.৫) একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীর কাছে। ভূমিকম্পের ফলে ঢাকা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় ভবন ও দেয়ালে ফাটল ধরে, কোথাও কোথাও ভবন ও দেওয়াল ধসে পড়ে। এ ঘটনায় নরসিংদীতে পাঁচজন, ঢাকায় চারজন এবং নারায়ণগঞ্জে একজনসহ মোট কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য এটি ছিল গত দুই দশকের মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্প।

https://bn.wikipedia.org/wiki

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায়

পতিত আওয়ামী লীগ সরকার যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনের জন্য, সেই ট্রাইব্যুনালেই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত রায় আসে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও বিচারিক ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1046467

জুলাই জাতীয় সনদ ঘোষণা

জুলাই জাতীয় সনদের পটভূমি তৈরি হয় মূলত ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ গণ-অভ্যুত্থানের পর। ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে একাধিক কমিশন গঠন করে। সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমনসহ মোট ১১টি সংস্কার কমিশন তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠিত হয়। এর ফল হিসেবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণীত হয়, যা ১৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ২৫টি রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকার ১৩ নভেম্বর ২০২৫ 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' জারি করে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সারা বছর জুড়েই দেশের শিক্ষাঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ছাত্র সংসদ নির্বাচন। দীর্ঘ বিরতির পর ৯ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় অল্প সময়ের ব্যবধানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাকসু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকসু এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসব নির্বাচনেও ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল অধিকাংশ পদে জয়ী হয়ে শক্ত অবস্থান তৈরি করে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/c2g4c2anzs

উত্তরা মাইলস্টোনে বিমান দুর্ঘটনা

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি এফ-৭ বিজিআই প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলামসহ মোট ৩৬ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে ২৮ জন শিশু। আহত হন অন্তত ১৭১ জন। দুর্ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সংস্থা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়। আগুনে পুড়ে বহু শিক্ষার্থী ও শিক্ষক প্রাণ হারান। সাহসিকতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করতে গিয়ে কয়েকজন শিক্ষকও মৃত্যুবরণ করেন।

https://www.dhakatimes24.com/2025/07/23/390414

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ভাঙচুর

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) ঢাকার ধানমন্ডি-৩২ এলাকায় বঙ্গবন্ধু ভবন ও ইনকিলাব মঞ্চ দখল ও ধ্বংসের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটে ভারত থেকে নির্বাসিত শেখ হাসিনার এক অনলাইন ভাষণকে কেন্দ্র করে। ঐদিন সন্ধ্যায় শুরু হওয়া বিক্ষোভে হাজারো মানুষ অংশ নেন এবং ৩২ নং প্রবেশদ্বার ভেঙে ভেতরে ঢুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়।

ঐ ঘটনায় কমপক্ষে ৫ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন।

https://bn.wikipedia.org/wiki

প্রথম আলো ও ডেইলী স্টার আক্রান্ত

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরের পর রাজধানীতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। হামলার পর বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের অনলাইন কার্যক্রম বন্ধ ছিল। পরে শুক্রবার রাতে পুনরায় অনলাইন প্রকাশনা শুরু হয়।

https://www.bbc.com/bengali/articles/c8dy8yqg968o

ক্রীড়ায় সাফল্য (নারী ফুটবল)

বাংলাদেশের ফুটবলে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ছিল সাফল্য ও হতাশার মিশ্র অভিজ্ঞতা। বছরের শুরুতেই নারী ফুটবলে বিদ্রোহ বড় আলোচনার জন্ম দেয়। সাবিনা খাতুন ও সানজিদাদের বাদ দিয়ে নতুনভাবে দল গড়ার সিদ্ধান্ত নেন হেড কোচ পিটার বাটলার। সেই অস্থির সময়ে আশার আলো হয়ে আসেন প্রবাসী ফুটবলার হামজা চৌধুরি। মার্চে তার আগমনে জাতীয় দলে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়। বছরের মাঝামাঝিতে পুনর্গঠিত নারী দল নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে অংশ নেয় বাংলাদেশ। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা নিশ্চিত করে দলটি। এক মাস পর একই কীর্তি গড়ে অনূর্ধ্ব-২০ নারী দলও, যা বয়সভিত্তিক ফুটবলে বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত।

গ্লোবাল মার্চ টু গাজা

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলের আরোপ করা অবরোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানবাধিকারকর্মী, সমাজকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক 'গ্লোবাল মার্চ টু গাজা' কর্মসূচিতে অংশ নেন। এই মার্চের অংশ হিসেবে উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কর্মীরা সড়ক, আকাশ ও সমুদ্রপথে গাজা সীমান্তের দিকে এগোনোর পরিকল্পনা করেন। বিশ্লেষকদের মতে, 'গ্লোবাল মার্চ টু গাজা' মধ্যপ্রাচ্য সংকট ঘিরে নতুন করে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_March_to_Gaza

ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি

গাজায় একাধিকবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলেও সেগুলোর বেশিরভাগই স্থায়ী হয়নি। জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও কাতারের মধ্যস্থতায় ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলেও মার্চ থেকে আবারও ভয়াবহ হামলা শুরু হয়। বছরের শেষে ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নতুন করে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়, যা সাময়িক স্বস্তি এনে দেয়। অন্যদিকে ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা পৌঁছায় নতুন উচ্চতায়। ইসরাইল ও ইরানের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ মধ্যপ্রাচ্যকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে। বছরের শেষে কিছু এলাকায় সহিংসতা কমলেও সার্বিকভাবে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ছিল যুদ্ধ, অনিশ্চয়তা ও মানবিক সংকটের আরেকটি কঠিন অধ্যায়।

https://ekhon.tv/article/695103afcebbd978c8ca9029

জেন জি আন্দোলন : ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে জেনারেশন জেড বা জেন-জি নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ -এর দশকের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণকারীরা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়ে সরকারের পতন ঘটিয়েছে। শ্রীলঙ্কার 'আরগালা' আন্দোলন, বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ ও মাদাগাস্কারের সরকারের পতন প্রমাণ করছে, জেন-জি এখন বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের গণবিক্ষোভে ১৭ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটেছে, যেখানে এক হাজারেরও বেশি ছাত্র-জনতা প্রাণ দিয়েছেন।

https://dailynayadiganta.com/opinions/sub-editorial/dCersQk8Ed5k

পোপ ফ্রান্সিস এর জীবনাবসান ও পোপ লিও চতুর্দশ-এর নির্বাচন

সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে রোমে সমাহিত করা হয়েছে প্রয়াত ৮৮ বছর বয়সী পোপ ফ্রান্সিসকে, যা গত ১০০ বছরে ভ্যাটিকানের বাইরে প্রথম কোনো পোপের সমাধি। আর্জেন্টিনায় জন্ম নেওয়া ৮৮ বছর বয়সী পোপ ফ্রান্সিস ১২ বছর ধরে ক্যাথলিক চার্চের প্রধান ছিলেন। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় চার লাখের বেশি মানুষ এবং ৫০টির বেশি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও আন্তর্জাতিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াত পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর বিশ্ববাসী নতুন পোপের জন্য নজর রেখেছিল। সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় দুই দিনের ভোটাভুটির পর ৬৯ বছর বয়সী রবার্ট ফ্রান্সিস নির্বাচিত হন পোপ চতুর্দশ লিও হিসেবে।

https://www.prothomalo.com/world/9e0a7r4ytd

বিশ্বে এ আই (AI) বিপ্লব

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রযুক্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগ হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হলো। এ বছর এআই (AI)-এর বহুমুখী ব্যবহার নতুন মাত্রা পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে 'এআই (AI) এজেন্ট' স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইল পাঠানো, মিটিং শিডিউল করা এবং জটিল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করছে। ম্যাকিনসে জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান নিয়মিত এআই (AI) ব্যবহার করছে, বড় কোম্পানিতে জেনারেটিভ এআই (AI) অন্তর্ভুক্তির হার ৭১.৭৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে এআই ব্যবহার গ্রামীণ চীনে মানসিক স্বাস্থ্য চ্যাটবট হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছে। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে এআই কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নয়, সামাজিক বাস্তবতার অংশ হিসেবে বিশ্বে বিস্তৃত প্রভাব ফেলেছে। আগামী বছরগুলোতে এআই-এর প্রভাব আরও গভীর হওয়ার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে।

https://www.jagonews24.com/international/news/1080359

সাতটি গ্রহের বিরল কুচকাওয়াজ

বছরের শুরুতেই ফেব্রুয়ারির কয়েকটি সন্ধ্যায় আকাশে ঘটে গেছে এক বিরল ও বিস্ময়কর মহাজাগতিক ঘটনা। একই সময়ে সন্ধ্যার আকাশে সারিবদ্ধভাবে দেখা মিলেছে সৌরজগতের সাতটি গ্রহের। এই বিরল গ্রহকুচকাওয়াজ আকাশপ্রেমী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও আলোচনার জন্ম দেয়। এই কুচকাওয়াজে অংশ নেয় মঙ্গল, বৃহস্পতি, ইউরেনাস, শুক্র, নেপচুন, বুধ ও শনি। এর মধ্যে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধ খালি চোখেই দেখা গেছে। তবে শনি ছিল দিগন্তের খুব কাছাকাছি অবস্থানে, ফলে অনেক স্থানে সেটি দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইউরেনাস ও নেপচুন দেখতে টেলিস্কোপ বা শক্তিশালী দূরবীন ব্যবহার করতে হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানান, গ্রহগুলোর এমন অনুকূল ও স্পষ্ট অবস্থান একসঙ্গে দেখা যাওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

https://bangla.thedailystar.net/international/news-726601

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর সহযোগী সংস্থা, ফা. চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন-এর জন্য নিম্নলিখিত পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র:	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন/ সুবিধাদি	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	একাউন্টস্ অফিসার	০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ নারী	মাসিক সর্বসাকুল্যে ২২,৮০০ টাকা	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন / বাণিজ্য বিভাগে একাউন্টিং এ ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক বিবরণী ও বাজেট প্রস্তুতকরণ, পেটি ক্যাশ পরিচালনা ইত্যাদি কাজে ন্যূনতম ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। - কম্পিউটার (এম.এস.অফিস) পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। - অবশ্যই "বিজয় বাংলা" এবং ইংরেজি টাইপিং-এ পারদর্শী হতে হবে।

শর্তাবলীঃ-

১। কম্পিউটারে বা হাতে লেখা আবেদনপত্রের সঙ্গে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। ডাকযোগে, কুরিয়ার অথবা ঢাকা ক্রেডিট হেড অফিসের রিসিপশনে রক্ষিত "সিভি বক্স" ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে (হাতে হাতে বা ইমেইলে) আবেদন পাঠালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২। ২ (দুই) জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির (নিজের আত্মীয় ব্যতীত) নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)। উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। যদি ব্যক্তিদ্বয় আপনার আবেদন সম্পর্কে না জানেন, তবে আপনার প্রার্থীতা বাতিল হতে পারে।

৩। খামের উপর **"একাউন্ট অফিসারের জন্য আবেদন"** স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে। সকল ফটোকপি A4 সাইজের কাগজে হতে হবে।

৫। আবেদন পত্র আগামী ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

৬। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি বিস্তারিত www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/০৫/২৬

২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

ডানিয়েল কোড়াইয়া

জন্ম: ৩১ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৩ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

তোমার চলে যাওয়ার ২৩ বছর। তবুও তুমি আছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। সর্বত্র তোমার উপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করি। মহামরণ তোমাকে করেছে মহিমান্বিত। তুমি ছিলে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যার দ্যুতি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। তুমি ছিলে অনন্যসাধারণ।

বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছ পিতার সান্নিধ্যে। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেনো জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার ভালোবাসা
বিশিষ্ট সমবায়ী ও সমাজসেবক
প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়ার আত্মার চির শান্তি কামনায়
শোকাহত পরিবার

স্ত্রী: মল্লিকা কোড়াইয়া, ছেলে-ছেলে বৌ: শুভ্র-শিউলী, নোয়েল-মৌ, যোয়েল-মিতা, নাতি-নাতনী: সৌম্য, দীপা, সৌগত, রূপকথা, রংধনু, মুগ্ধ ও মহার্ঘ্য।

নীড়-২৪ ডানিয়েল কোড়াইয়া ভবন, ৩৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ/০৪/২৬

ছোটদের আসর

টুকটুকে খরগোশ আর নতুন বছরের স্বপ্ন

টুকটুকে ছিল এক ছোট্ট সাদা খরগোশ। সে থাকত সবুজ ঘাসে ভরা এক সুন্দর জঙ্গলে। টুকটুকের সবচেয়ে প্রিয় সময় ছিল শীতকাল, কারণ শীতের মধ্যেই আসে নতুন বছর। নতুন বছর মানেই নতুন ক্যালেন্ডার, নতুন আশা আর নতুন স্বপ্ন। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে টুকটুকে দেখল–জঙ্গলের সব প্রাণী খুব ব্যস্ত। কেউ ঘর পরিষ্কার করছে, কেউ গাছ সাজাচ্ছে, কেউ আবার রঙিন ফুল কুড়াচ্ছে।

টুকটুকে তার মা-কে জিজ্ঞেস করল,

"মা, সবাই এত ব্যস্ত কেন?"

মা খরগোশ হেসে বললেন,

"আজ নতুন বছরের আগের দিন। সবাই নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।"

এ কথা শুনে টুকটুকে খুব খুশি হলো। সে ভাবল,

"আমি নতুন বছরে কী করব?"

টুকটুকে প্রথমে গেল কচ্ছপ মামার কাছে। কচ্ছপ মামা ধীরে ধীরে পাতা কুড়াচ্ছিলেন।

কচ্ছপ মামার কাছে গিয়ে টুকটুকে জিজ্ঞেস করল "মামা, নতুন বছরে আপনার ইচ্ছে কী?"

কচ্ছপ মামা বললেন,

"আমি নতুন বছরে তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য ধরে সব কাজ শেষ করব।"

টুকটুকে ভাবল, ধৈর্য খুব দরকারি জিনিস।

এরপর টুকটুকে গেল টুনটুনি পাখির কাছে। টুনটুনি নতুন গান অনুশীলন করছিল।

"নতুন বছরে তুমি কী করবে?"–টুকটুকে জানতে চাইল।

টুনটুনি বলল,

"আমি প্রতিদিন সুন্দর গান গেয়ে সবাইকে খুশি রাখব।"

টুকটুকে বুঝল, অন্যকে খুশি করাও খুব ভালো কাজ।

সবশেষে টুকটুকে দেখা পেল তার বন্ধু ভালুক ছানাকে। ভালুক ছানা মধু আর ফল জোগাড় করছিল।

"এত খাবার কেন?"–টুকটুকে জিজ্ঞেস করল।

ভালুক ছানা বলল,

"নতুন বছরে আমি সবার সঙ্গে ভাগ করে খাব।"

টুকটুকের মনটা আনন্দে ভরে গেল।

রাতে জঙ্গলের মাঝখানে সবাই একসাথে জড়ো হলো। আকাশে হাজারো তারা, বড় চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে। কেউ গান গাইল, কেউ গল্প করল, কেউ হাসল।

ঠিক বারোটা বাজতেই সবাই একসাথে বলল–

"শুভ নববর্ষ!"

টুকটুকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল–

সে নিয়মিত পড়াশোনা করবে

বড়দের কথা শুনবে

ছোটদের সাহায্য করবে

আর কখনো মিথ্যা বলবে না

নতুন বছরের প্রথম সকালে টুকটুকে সূর্যের আলোয় চোখ রেখে বলল,

"আমি সবার জন্য ভালো হবো।"

আর সেই থেকেই টুকটুকে হয়ে উঠল জঙ্গলের সবচেয়ে ভালো খরগোশ।

শিক্ষা: নতুন বছর আমাদের শেখায় ভালো মানুষ হতে এবং ভালো কাজ শুরু করতে।

সংগ্রহে : ইন্টারনেট।

বড়দিন

মিল্টন রোজারিও

বড়দিন বড়দিন
যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন,
বড়দিন বড়দিন
আমাদের আনন্দের দিন।

বড়দিনে কেক খাবো, পিঠা খাবো,
ঘুরে বেড়াবো পাড়া,
চুপি চুপি বলছি শোনো
মাকে দিবো না প্যারা।

মা তো তখন রান্না করবে
বিরিয়ানি কোর্মা পোলাও,
খাবে তোমরা ভীষণ মজা
একটু খেয়ে যাও।

নতুন নতুন জামা কাপড়
আমরা সবাই পরি,
কিছু না হয় পুরান কাপড়
গরিবদের দান করি।

শীতের দিনে যিশু এলেন
ছোট্ট গোয়াল ঘরে,
এই আনন্দ ছড়িয়ে দেই
এসো সবার তরে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

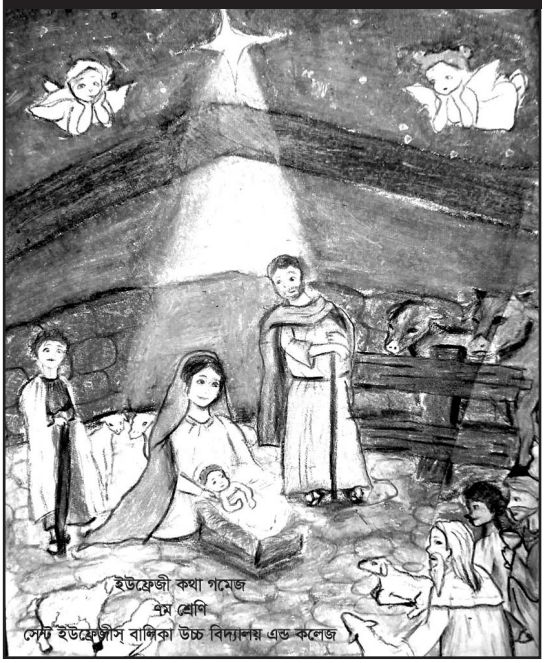

ইউফ্রেজী কথা গমেজ
৭ম শ্রেণি
সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্যানসভা অনুষ্ঠিত

নিউটন মণ্ডল: আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (এনডিইউবি) আগমনকালীন ধ্যানসভার আয়োজন করেছে। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত এ ধ্যানসভায় প্রায় ১০০ জন খ্রিস্টান শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রশাসনিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপাচার্য ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আগমনকালের ধর্মীয় তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, আত্মিক প্রস্তুতি ও দায়িত্বশীল জীবনের মাধ্যমে বড়দিনকে অর্থবহভাবে উদ্‌যাপন করা সম্ভব। ধ্যানসভার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি। তিনি আগমনকালের চারটি মূল বিষয়- আশা, শান্তি, আনন্দ ও ভালোবাসা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এছাড়া আগমনকাল কী এবং একজন খ্রিস্টান হিসেবে এ সময়ে আত্মশুদ্ধি ও সৎ জীবনের চর্চা কেন জরুরি তা ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় সেশনে ফাদার অসীম থিওটোনিয়াস গণছালভেস পাপস্বীকারের তাৎপর্য, যাজকের নিকট পাপস্বীকারের প্রয়োজনীয়তা এবং পাপস্বীকারের পাঁচটি নিয়ম পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন।

ধ্যানসভার পর শিক্ষার্থীরা ক্ষমা ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এরপর দুপুর ১২:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ড. ফাদার সুবাস আদম পেরেরা সিএসসি। বাণী সহভাগিতায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের নৈতিক দায়িত্ব, সৎ আচরণ এবং আগমনকালীন ব্যক্তিগত প্রস্তুতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশে আয়োজিত এই ধ্যানসভা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা ও আত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের শ্রোতা সম্মেলন, আরভিএ দিবস ও যিশুখ্রিস্টের জন্মের জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন

আরভিএ সংবাদ: গত ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, লক্ষ্মীবাজার আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী হল রুমে রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো শ্রোতা সম্মেলন, আরভিএ দিবস ও যিশুখ্রিস্টের জন্মের জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন। এই দিবসকে কেন্দ্র করে মূলসুর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, "আশার তীর্থযাত্রী: সত্য প্রচারে আমরা"। এতে ১ জন বিশপ, ১০ জন ফাদার, ১৫ জন সিস্টার, ২ জন ব্রাদার'সহ প্রায় ১৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু সকল শ্রোতাদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর আনন্দ নিয়ে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে এই দিবসের শুভ সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, খুলনা ধর্মপ্রদেশ এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু এবং রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ফাদার নিখিল গমেজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও, ফাদার পলাশ গমেজ, কারিতাস বাংলাদেশ, সিডিআই পরিচালক থিওফিল নকরেক, মটস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ পরিচালক জেমস গমেজ, হাউজিং সোসাইটি পরিচালক প্রদীপ আগস্টিন গমেজ এবং প্রাক্তন প্রযোজক রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিলো পবিত্র খ্রিস্টযাগ, জাতীয় সংগীত, পতাকা উত্তোলন, শপথ পাঠ, প্রদীপ প্রজ্বলন, ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ, উত্তরীয় প্রদান, শ্রোতাদের পরিচয় পর্ব, ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য, শ্রোতাদের অনুভূতি প্রকাশ, ক্রেস্ট প্রদান এবং কেক কাটা অনুষ্ঠান।

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ফাদার নিখিল গমেজ তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, "দর্শক ও শ্রোতা বন্ধুরাই হচ্ছে রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের প্রাণ। দীর্ঘ এই ৪৫ বছরের পথ চলায় শ্রোতারাই রেডিও ভেরিতাসের মূল চালিকা শক্তি ও প্রেরণার উৎস।"

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী বলেন, "এবছর রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ ৪৫তম দিবস ও শ্রোতা সম্মেলন এবং খ্রিস্টের জন্মের জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন করছে যা সত্যিই অনেক আনন্দের, কারণ এখানে খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু সকল শ্রোতারা একত্রে মিলিত হতে পেরেছি যা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি বহিঃপ্রকাশ। রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ সকলকে নিয়ে একসাথে সত্য প্রচারে ও প্রকাশে কাজ করবে আমি এই প্রত্যাশা করি।" রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের নিয়মিত শ্রোতা ও দর্শক হ্যাপী সরদার ও দিদারুল ইকবাল তাদের নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব মহাপর্ব উদ্‌যাপন এবং পাপস্বীকার সংস্কার প্রদান

ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: গত ৮ ডিসেম্বর, সোমবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মথুরাপুর, সাধ্বী রীতা'র ধর্মপল্লীতে ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব মহাপর্বটি উদ্‌যাপন করা হয়। পালপুরোহিত ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও, সহকারী পালপুরোহিত ফাদার পিউস গমেজ, ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু, ফাদার মাইকেল হেম্ব্রম, সিস্টার খ্রীষ্টেল এসএমআরএ, সিস্টার ক্লারা এসএমআরএ ও সিস্টার নৈবেদ্য এসএমআরএ এবং ধন্যা কুমারী মারীয়ার সদস্যাগণ'সহ প্রায় ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করা হয়। এই মহাপর্বটি পরিচালনা করেন ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু। তিনি বলেন, "অমলোদ্ভব মানে 'মারীয়ার পাপহীন (আদিপাপ থেকে মুক্ত) অর্থাৎ প্রথম মুহূর্তে থেকেই আদিপাপ থেকে মুক্তি ছিলেন, ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে।

আগমনকালের মধ্যে পালিত হয়, যা প্রস্তুতি, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকভাবে গভীরে যেতে সহায়তা করে।" এরপর ফাদার মাইকেল হেম্ব্রম খ্রিস্টযাগ পরিচালনা করেন। তাঁর বাণী সহভাগিতায় বলেন, "মা হলেন আমাদের সবার মা; বিশ্ব মণ্ডলীর মা। মারীয়া হলেন ঈশ্বরপুত্র যিশুর জননী। ঈশ্বর তাঁকে সম্পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় প্রস্তুত করেন।" তারপর কুমারী মারীয়ার সংঘের সদস্যাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং সবার জন্য লটারী ও মা মারীয়ার ছবি উপহার প্রদান করা হয়। শেষে মধ্যাহ্ন আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

বিশেষ অসুস্থ ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেমিনার

মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ: কারিতাস সিএইচ-এনএফপি প্রকল্প অফিসে বিগত ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে এইসআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী আগমনকালীন এক আধ্যাত্মিক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের শুরুতেই অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোকপাত করে সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য জ্ঞাপন করেন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ও ইনচার্জ সিএইচ-এনএফপি অফিস মিসেস মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ। সেমিনারে মূলসুর হিসেবে নেয়া হয় **"Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response"** বাংলায় যার অর্থ হল "সব বাধা দূর করি, এইডস মুক্ত সমাজ গড়ি" উক্ত মূলসুরের আলোকে সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। সেমিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি বলেন, "সারা বিশ্বে আনুমানিক প্রায় ৪ কোটি ৮ লক্ষ মানুষ এইচআইভি-তে আক্রান্ত হয়ে বসবাস করছে। সমাজে এইডস রোগীদের অনেক বাধা। অনেক বাধা কারণ হলো আমাদের সমাজটা উদার না, তাই আমাদেরকে অনেক সমস্যার মধ্যদিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমরা যেন কখনো নিরাশ না হই, আমরা যেন আশার মানুষ হই কারণ আশাই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। আমরা যেন সবসময়ে পজিটিভ চিন্তা করি। যেখানে রয়েছে অসুস্থতা সেখানে মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করা, সহযোগিতা করা, পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো।" সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) রিমি সুবাস দাস। তিনি বলেন, "আমাদের সমাজে এইডস রোগীরা এখনো প্রকাশ্যে অনেক জায়গায় চলাফেরা করতে পারে না। তাদের সমাজে চলতে ফিরতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা যেন এইডস রোগীদের মানবিক মর্যাদা দেই, আমরা যেন তাদেরকে সমাজে কোনঠাসা মানুষে রূপান্তরিত না করি।" সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, সেন্ট জন ভিয়ান্নি সেমিনারীর পরিচালক ফাদার লূক কাকন কোড়াইয়া। সেমিনারে উপস্থিত সবার জন্য পাপস্বীকার সাক্রামেন্তের ব্যবস্থা করা হয় এবং পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত শেষে সকলে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের পরে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ১৪ টি পরিবারকে (প্রতিটি ২,৪৮৮/- টাকা অর্থমূল্যের) মোট ৩৪,৮৩২/- টাকার পুষ্টিকর খাবার প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। ৭ টি পরিবারের মোট ১২ জন শিক্ষার্থীকে ৪০,০০০/- শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রকল্প হতে সর্বমোট ৭৪,৮৩২/- টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মহোদয় তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল (পিএলএইচএ) পরিবার ও পরিবারের শিশুদের জন্য কিছু পরিমানে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করেন। পরিশেষে মি. রিমি সুবাস দাস সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেমিনার সমাপ্ত করেন।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে দম্পতিদের সেমিনার ও ছাত্র-ছাত্রীদের বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি

ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: গত ১৯ ও ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে দম্পতিদের সেমিনার ও ছাত্র-ছাত্রীদের বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি আয়োজন করা হয়। ১২ ডিসেম্বর, দম্পতিদের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পরিবার জীবন পরিষদ, কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার প্রদীপ কস্তা। এই অনুষ্ঠানে মথুরাপুর ধর্মপল্লী'র পাল পুরোহিত ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও, সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার পিউস গমেজ, ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু, ফাদার অনিল মারান্ডী এবং অংশগ্রহণকারী প্রায় ১৮০জন দম্পতি অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া ফাদার পল কস্তা ও বেনেডিক্ট মুরমু "পরিবার ও জীবন" এবং "পরিবারের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা" বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এরপর দম্পতিরা পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করেন এবং ফাদার প্রদীপ কস্তা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের সহভাগিতায় তিনি বলেন, "আগমনকাল হলো নিজেদের জীবনকে মূল্যায়ন করার সময়। মানুষের ভেতরে আশায় জাগায় যে, অন্ধকার যতই গাঢ় হোক, আলো আসবেই"। শেষে পালপুরোহিত ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ১৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার, সকাল ৮:৩০ মিনিটে সাধ্বী রীতা'র ধর্মপল্লীতে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সহকারী পালপুরোহিত ফাদার পিউস গমেজ, ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুর্মূ এবং সিস্টারগণ ও সকল ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় ১৪০জন উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানের মূলভাব ছিল আগমনকাল: আত্মিক প্রস্তুতি ও অন্তরে যিশুর জন্মের আহ্বান"। শুরুতে ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুর্মূ প্রার্থনা এবং পবিত্র আত্মার গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করেন। এরপর শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন সহকারী পালপুরোহিত ফাদার পিউস গমেজ। এরপর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাপস্বীকার সংস্কার প্রদান করা হয়। অতপর ফাদার পিউস গমেজ খ্রিস্টযাগে পুরোহিত্য করেন। বাণী সহভাগিতায় তিনি বলেন, যিশুকে গ্রহণ করার জন্য; আগে আমাদের হৃদয়ে গোসালা তৈরি করতে হয়। তারপর হৃদয় মন্দিরে যিশু প্রবেশ করবে। শেষে ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুর্মূ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সুবর্ণ জয়ন্তীর লগো উন্মোচন ও নাটক মঞ্চস্থ

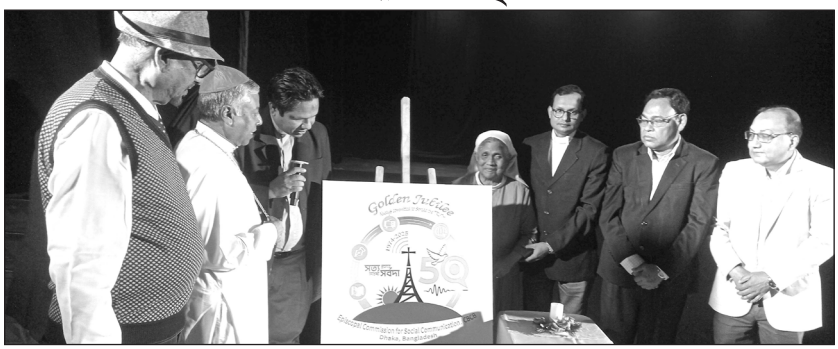

সুমন কোড়াইয়া: ১৩ ডিসেম্বর শনিবার, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের অধীনে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বাণীদীপ্তি নাট্যদল পরিবেশন করে নাটক 'রং তুলির জীবন'। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন বিন্দু রোজারিও। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "আজ আপনাদের জন্য আরেকটি বিষয় জানাতে চাই, আর সেটা হলো বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সুবর্ণ জয়ন্তীর কথা। বিগত ৫০ বছর ধরে এই কমিশন সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সুবর্ণ জয়ন্তীর মূলসুর হচ্ছে: সত্য প্রচারে সচেষ্ট সর্বদা।" তিনি এই কমিশনের সাথে যারা জড়িত ছিলেন এবং বর্তমানে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান।

বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সুবর্ণ জয়ন্তীর লগো উন্মোচন করেন ঢাকার আর্চবিশপ ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এনডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি এই সময় বলেন, "সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের ৫০ বছরের এই যাত্রা গুরুত্ব বহন করে। যারা এখানে কমিশনের কাজগুলো করেছেন, সত্যকে বেগবান করেছেন, তাদের সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।"

আর্চবিশপ মহোদয় বাণীদীপ্তি নাট্যদলের প্রশংসা করে বলেন, "মঞ্চ নাটক বাস্তবতাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে এবং গভীরভাবে শিক্ষা দেয়। যারা নাটক মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তাদের এই উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করি। আশা করি এই নাটক প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনের সুন্দর মূল্যবোধ, ভালোবাসা, সেবা, ন্যায্যতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে- যেগুলো বর্তমান যুগে খুবই প্রয়োজন।

আরও বক্তব্য রাখেন কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও কারিতাস বাংলাদেশের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও। তিনি বলেন, "আমি মনে করি সংস্কৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো নাটক। নাটকের সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে আরও জোরদার হবে, সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা আরও ভালো ও মানবিক মানুষ হওয়ার চেষ্টা চালাবো।" মঞ্চ নাটকের অভিনেতাগণ তাদের মনোমুগ্ধকর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দুই ঘন্টার বেশি সময় ধরে দর্শকদের আকৃষ্ঠ করে রাখেন। সকলের অভিনয়ই ছিল চোখে পড়ার মতো।

নাটকে মদ পানের অপকারিতা, জমির দলিল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে পরিণতি এবং অবৈধভাবে টাকার আয় করার মধ্য দিয়ে যে ভালো কিছু লাভ করা যায় না সেটাই মঞ্চে অভিনয়, লাইট ও শব্দের মধ্য দিয়ে বিন্দু রোজারিও ও তার অভিনেতাগণ সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দর্শকগণ আশা করছেন এই ধারা অব্যাহত থাকলে, প্রতি বছরই তারা নতুন নতুন নাটক উপভোগ করতে পারবেন।

রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর দুইদিনব্যাপী গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত স্বনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দেশ ও বিদেশ হতে আগত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অতিথি, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীসহ প্রায় ১,০০০ অংশগ্রহণকারী যোগদান করেন।

বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে ২৮ ডিসেম্বর বিকেল তিনটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা আর্চডায়োসিসের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এবং অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ফাদার আলবিন গমেজ, প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী স্কলাস্টিকা পালমা এসএমআরএ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লুইস অনিল কস্তা, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ. টি. এম. কামরুল ইসলাম এবং বিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলী। প্রথমে বিদ্যালয়ের স্কাউট দল ব্যান্ড বাজিয়ে অতিথিদেরকে মঞ্চস্থলে নিয়ে আসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরাআন এবং গীতা হতে পাঠ করা হয়। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় এবং এ সময়ে অতিথিবৃন্দ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অতঃপর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগে স্থাপিত বিশেষ লগো উন্মোচন করা হয়। প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী স্কলাস্টিকা পালমা তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়কে টিকিয়ে রাখতে এবং আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "এই বিদ্যালয়টি এই এলাকার মানুষ স্থাপন করেছে এবং এ যাবতকাল পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে এসেছে। আর তাই এ সুবর্ণ জয়ন্তী একটি মাইলফলক এবং অত্যন্ত গর্বের বিষয়।" স্কুলের প্রথম ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বর্তমান আমেরিকা প্রবাসী লুইস অনিল কস্তা তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস হলো সংগ্রামের ইতিহাস। আমাদের এই এলাকা ছিল অনুন্নত, অধিকাংশ মানুষ ছিল নিরক্ষর এবং নানাভাবে অবহেলিত। সেই জন্য আমরাই সাহস করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেই।" বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ তার বক্তব্যে সুবর্ণ জয়ন্তীর মাইলফলক স্পর্শ করায় স্কুলের বর্তমান ও সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, বর্তমান এবং সাবেক শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুভেচ্ছা জানান। এছাড়া স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ স্মৃতিচারণ পর্বে অংশ নেন। সন্ধ্যায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। ২৯ ডিসেম্বর সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্মীয় উপাসনা, বর্ণাঢ্য জুবিলী র‍্যালী, জুবিলী কেক কাটা, স্কুলের ইতিহাস ও অবদানভিত্তিক বিশেষ ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, জুবিলী স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন, স্মৃতি চারণ, সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং লটারি ড্র। উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৫ এমপিও ভুক্ত হয়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমবারের মতো নিজ স্কুলের নামে এসএসসি পরীক্ষা অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Daripara Christian Co-Operative Credit Union Ltd.

স্থাপিত: ৮ জুলাই ২০০৪ খ্রীঃ, রেজি নং ৮৩/২০০৭ খ্রীঃ, সংশোধিত রেজি.নং-০৩/২০২১ খ্রীঃ,
সংশোধিত রেজি.নং-০৭/২০২৩ খ্রীঃ, ০৫/০২/২০২৩ খ্রীঃ

গ্রাম: দড়িপাড়া, ডাকঘর: কালীগঞ্জ, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ব্যবস্থাপনা কমিটির ২৫তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নলিখিত পদে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী নিয়োগ প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	আবেদনের যোগ্যতা
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর	৩৫-৪৫ বছর	পুরুষ/ মহিলা	আলোচনা স্বাপেক্ষে	ক্রেডিট ইউনিয়ন/ব্যাংক/আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। দৈনিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন ও হিসাব ভুক্তকরণ, ভ্যাট-ট্যাক্স, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার অপারেটিং এম এস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, আউট লুক জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। ক্রেডিটের সকল বিভাগের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
২	অফিসার	১ জন	স্নাতক	সর্বোচ্চ ৩০ বছর	পুরুষ/ মহিলা	দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বেতন স্কেল অনুযায়ী	ন্যূনতম স্নাতক / স্নাতকোত্তর, এম.বি.এ/ এইচ.এস.সি অতিরিক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি বিবেচিত হবে। কম্পিউটার অপারেটিং এম এস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, আউট লুক জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে।
৩	সহকারী অফিসার	২ জন	এইচ.এস.সি	সর্বোচ্চ ৩০ বছর	পুরুষ/ মহিলা	দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বেতন স্কেল অনুযায়ী	ন্যূনতম এইচ.এস.সি পাশ হতে হবে। ক্রেডিট ইউনিয়নে বা সম-মানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার এ এম এস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহারে দক্ষ থাকতে হবে। দড়িপাড়া ক্রেডিটের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে।

শর্ত ও নিয়মাবলী:

- লিখিত আবেদনপত্রসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র, চাকুরী অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি জমা দিতে হবে।
- দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিয়মিত সদস্য হতে হবে।
- ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বিবেচনা করা হবে।
- শিক্ষানবিসকাল ০৬ (ছয়) মাস। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সমিতির পে-স্কেল ও পলিসি অনুযায়ী বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুয়িটি প্রাপ্ত হবেন।
- ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শনো ব্যাতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
- আবেদন যাচাই/বাছাই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- কর্মস্থল দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
- প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।
- প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত কোন তথ্য বা কাগজপত্র অসত্য/ভূয়া প্রমাণিত হলে তার দরখাস্ত/নির্বাচন/নিয়োগ বাতিল করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
- আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, দুপুর ১:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
- কোন কারণ দর্শানো ব্যতীরেকেই যেকোন আবেদন বাতিল/গ্রহণ করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

আগষ্টিন কস্তা
আহ্বায়ক, নিয়োগ কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সোহেল থিউটনিয়াস রোজারি
সচিব, নিয়োগ কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/০২/২৬

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: আহ্বায়ক/সচিব, নিয়োগ কমিটি, দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube:@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ০১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 01
Regd. No. DA-33
❖ 11 - 17 January, 2026, ২৭ পৌষ - ৩ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সুখবর ! সুখবর ! ! সুখবর ! ! !

পাওয়া যাচ্ছে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার। আরও পাওয়া যাচ্ছে – দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৬, (Bible Diary - 2026), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- ❐ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❐ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❐ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❐ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❐ যুগে যুগে গল্প
- ❐ সমাজ ভাবনা
- ❐ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❐ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❐ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❐ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❐ স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org